নীরদা।

(ক্ষুদ্র উপন্যাস।)

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

বৈশাখ ১৩১৫।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

CALCUTTA.

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTI.

AT THE KALIKA PRESS.

17, Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane
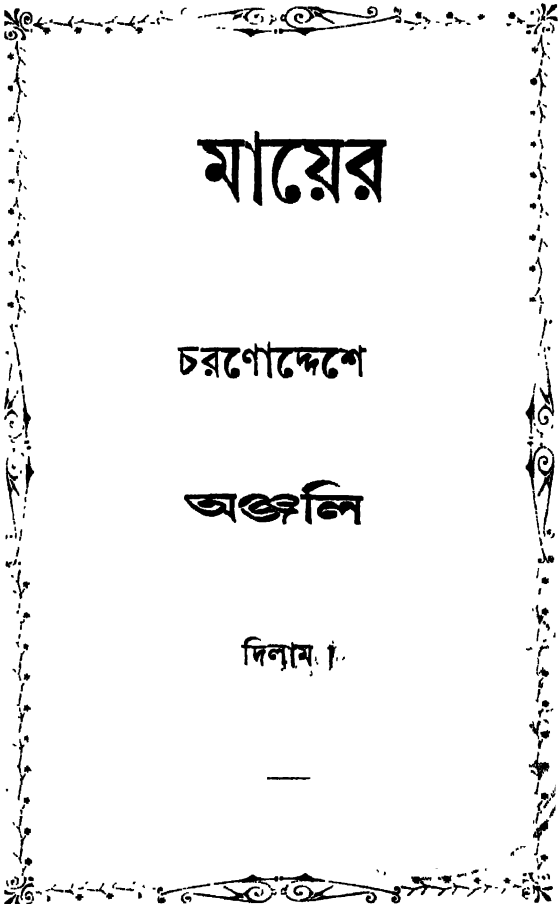
AND

PUBLISHED BY

GURUDAS CHATTERJI.

201, Cornwallis Street, Calcutta.

মায়ের

চরণোদ্দেশে

অঞ্জলি

দিলাম।

নীরদা।
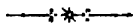
প্রথম পরিচ্ছেদ।

"মা, দু'টি ভিক্ষা দাও না।"

"কে গা তুমি?"

"আমি ভিখারিণী।"

গৃহকর্ত্রী ডাকিলেন—ভিখারিণী খিড়্‌কিদ্বার ছাড়িয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহিণী দেখিলেন, ভিখারিণী একটী ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র। বালিকা হইলেও সে কেমন একটু সলজ্জ। ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত ভাবে আসিয়া ভিখারিণী উঠানের একপাশে দাঁড়াইল। তাহার পরিধানে একখানি জীর্ণ, মলিন বস্ত্র—কেশরাশি রুক্ষ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—অঙ্গ তৈলহীন, ধূলিধূসরিত—মুখখানি শুষ্ক, শীর্ণ। সেই শীর্ণ মুখের উপর বড় বড় দু'টি চো'খ, ভ্রমর-চুম্বিত নীল পদ্মের ন্যায়

ভাসিতেছে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন একটি ক্ষুদ্র চাঁপাফুল ফুটিবার আগেই ঝটিকায় ছিন্ন হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। গৃহিণী দেখিলেন, বালিকা সুন্দরী। ভিখারিণীর আবার রূপ! গৃহিণীর রাগ জন্মিল। তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন, "দুপুর বেলায় গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষা দিতে নাই।" বলিয়া তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

বালিকাও প্রস্থানোদ্যতা হইল। কিন্তু শুষ্ক চক্ষে নয়—কাঁদিতে কাঁদিতে। সে অনেক আশা করিয়া এই সুদূর পল্লীতে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিল, এক্ষণে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া চলিল। উঠানে একজন দাসী দাঁড়াইয়াছিল, সে বালিকার বিষণ্ণ মুখ লক্ষ্য করিল। বলিল, "আহা, মেয়েটি বেশ! তোমার বাড়ী কোথা গা?"

বালিকা হেঁট মুখে উত্তর করিল, "জানি না!"

দাসী। কোথায় বাড়ী তা জান না?

বালিকা। না।

দাসী। কোথায় থাক?

বালিকা। কৃষ্ণপুরে।

দাসী। সে যে এখান থেকে অনেক পথ।

বা। হাঁ।

দা। তাই বুঝি আস্‌তে এত বেলা হয়ে গেল?

বালিকা অধোমুখে নীরব রহিল। দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কে আছে?"

বালিকা। কেউ নাই।

দাসী। কেউ নাই? আহা! তবে কা'র কাছে থাক?

বা। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দয়া করিয়া তাহার বাড়ীতে স্থান দিয়াছে।

দা। কতদিন হ'তে বুড়ির কাছে আছ?

বা। প্রায় এক বছর।

দা। তার আগে কোথায় ছিলে?

বালিকা নীরব রহিল—কোন উত্তর করিল না। দাসী তখন সে কথা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জাত?"

বা। তা জানি না।

দা। বুড়ি তোমার স্বজাত?

বা। বলিতে পারি না।

দাসী ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিল। চিন্তান্তে বলিল, "তুমি ওইখানে ব'স—আমি গিন্নিকে ব'লে দু'মুঠ ভাত এ'নে দিতেছি।"

দাসী, গৃহিণীর অন্বেষণে প্রস্থান করিল। গৃহিণী তখন শয়নকক্ষে মেজের উপর শুইয়া পড়িয়া পাখা হস্তে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিলেন। কাঁচা পাকা চুলের রাশি মেজের

উপর লুটাইতেছিল। গৃহিণী, একটা মাংসস্তূপ বিশেষ ; তবে তাঁহার তপ্তকাঞ্চনগৌর বরণে সে দোষ অনেকটা ঢাকিয়াছিল। তিনি যখন অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় মেজের উপর গড়াগড়ি দিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, কে যেন অড়হর ডালের রাশি মেজের উপর ঢালিয়া রাখিয়াছে।

দাসী অন্তরাল হইতে দেখিল—গৃহিণী নিদ্রালু। তখন তাঁহাকে বিরক্ত না করিয়া সে দ্রুতপদে রান্না মহলে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ ঠাকুর থালায় থালায় দাসদাসীদের জন্য ভাত বাড়িয়া দিতেছে। দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কোন্ থালাটা গা ?"

ব্রাহ্মণ ঠাকুর। তোমার ভাত আলাহিদা রাখিয়াছি—আনিয়া দিই।

পাচক, এক বড় থালায় করিয়া নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি সহ ভাত আনিয়া দিল। দাসী সেই থালা লইয়া উঠানে আসিল ; এবং ভিখারিণীর কোলের কাছে একটা পাতার উপর অর্দ্ধেক ভাত ও ব্যঞ্জন ঢালিয়া দিল। নিজে অর্দ্ধেক অন্ন ও ব্যঞ্জন লইয়া একটু দূরে বসিয়া খাইতে লাগিল।

কিন্তু ভিখারিণী খাইল না—ভাত কোলে করিয়া

নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ অবনত—চক্ষু অশ্রু-ভারাকুল। দাসী বলিল, "খাও না, গা।"

বালিকা তবু হাত উঠাইল না—নীরবে বসিয়া রহিল। এক বিন্দু জল গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া শুষ্ক উঠানের উপর পড়িল। দাসী তাহা লক্ষ্য করিল; বলিল, "ভাত কোলে করিয়া কাঁদিতে নাই, ছি! পুকুর থেকে হাত পা ধুয়ে এ'সে ভাত খাইতে ব'স। তুমি না খাইলে আমিও খাব না।"

দাসী হাত উঠাইয়া বসিল। তদ্দৃষ্টে বালিকার কান্না আরও উছলিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া খিড়্‌কির পুকুরে গেল; এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া ভাত খাইতে বসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে গৃহের উঠানে ভিখারিণী পাত পাড়িয়া খাইতে বসিল, সেই গৃহের একটু পরিচয় প্রয়োজন। বাড়ীটি তিন মহল,—সদর, অন্দর ও রন্ধনশালা। সদর খণ্ড খুব গুলজার। কয়েকটা দ্বার বান্ দুইটা চাকর, একজন

মাষ্টার, চারটা মালি, কয়েকজন নায়েব গোমস্তা আছে। অন্দর খণ্ডেও অনেক লোক। সে পরিচয়ের এক্ষণে প্রয়োজন নাই। অন্দর মহল অতিক্রম করিয়া একটা উঠান; তারপর রন্ধনশালা। পাকশালা বড় ছোট খাট নয়;—তিনটা বড় বড় ঘর। ঘরের কোলে একটা লম্বা দালান।

খিড়কিতে বেশ একটি ছোট পুকুর। পুকুরের চারিদিকে ফল ফুলের গাছ—বাগানের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর—প্রাচীর গাত্রে প্রবেশদ্বার।

গৃহ-স্বামী বহুদিন পূর্ব্বে স্ত্রী ও একটি পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। স্বর্গে তিনি একাই গিয়াছেন—বিষয় সম্পত্তি কিছুই যায় নাই। বিষয় ভোগ করিতে একমাত্র পুত্র আছে। তবে পুত্র আজও বিষয়ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন নাই। গৃহিণী—পুত্রের প্রৌঢ়া জননী—নায়েবের সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয় কার্য্য চালাইয়া থাকেন।

পুত্রের নাম রমণীমোহন—বয়স উনিশ বৎসর—দেখিতে সুন্দর। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া বি এ পড়েন। সেখানে বাড়ী আছে—পাচক, ভৃত্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন মাষ্টারও থাকে। কলেজ বন্ধ হইলে রমণীমোহন

ও শিক্ষক বাড়ীতে আসেন। এক্ষণে গ্রীষ্মকাল—কলেজ বন্ধ—উভয়ে বাড়ীতে আসিয়াছেন।

রমণীমোহন, জননী-অন্তপ্রাণ। বাল্যকালে পিতাকে হারাইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে বড় একটা স্মরণ নাই। জননী, তাঁহার পিতা মাতা—জননী তাঁহার ভাই ভগ্নী। মাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকিতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যায়। কিন্তু উপায় নাই,—বাধ্য হইয়া কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়। আজও তিনি অবিবাহিত। তবে পাত্রী স্থির হইয়াছে—বি এ পাশ করিলেই বিবাহ হইবে।

জননী বিশ্বেশ্বরী, পুত্র ভিন্ন আর কিছুই জানেন না—পুত্রের মঙ্গল কামনা ভিন্ন কোন সাধ বা কল্পনা তাঁহার নাই। এক দিকে তাঁহার নিজের প্রাণ, সমস্ত জগৎ সংসার—আর অপর দিকে তাঁহার প্রাণপুতলী রমণী-মোহন।

তবে বিশ্বেশ্বরী বড় ক্রোধী ও একজেদী। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে এমন সাহস কাহারও নাই। কিন্তু একজন বলিত—ছাড়িত না; মাঝে মাঝে উত্তম মধ্যম বেশ শুনাইয়া দিত। অথচ সে একজন দাসী মাত্র। তাহার নাম বামা। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে এ সংসারে সে কাজ করিতেছে। বিশ্বেশ্বরী পিত্রালয় হইতে তাহাকে

সঙ্গে আনিয়াছিলেন। যখন দশমবর্ষীয়া বিশ্বেশ্বরী শ্বশুরালয়ে আসিয়া নূতন সংসার পাতান, তখন বামা তাঁহার একমাত্র সম্বল—একমাত্র বিশ্বাসের পাত্রী ছিল।

বামা জাতিতে কায়স্থ। ভাণ্ডার তাহার জিম্মা ছিল। সে সংসারে কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ করিত না; কিন্তু সকল বিষয় তদারক করিত। কোথাও একটু ত্রুটি হইবার যো নাই। দাস দাসী সকলেই তাহাকে ভয় করিত। গৃহিণীও যে একটু ভয় করিতেন না, এমন নহে। তাই সে গৃহিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ভিখারিণীকে দুই মুঠা অন্ন দিতে সাহস পাইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

উভয়ে ভাত খাইয়া খিড়কির ঘাটে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, রমণীমোহন ঘাটে বসিয়া মাছ ধরিতেছেন। হাতে একটা পিতলের চাকা সংযুক্ত প্রকাণ্ড ছিপ। ঘাটের দুই পাশে দুইটা গাছ আছে—তাহারই শীতল ছায়ায় বসিয়া রমণীমোহন আরভিং লিখিত মৎস্য ধরিবার বিবরণের সত্যাসত্য উপলব্ধি করিতেছিলেন। এমন সময়

বামা ও বালিকা আসিয়া ঘাটের উপর দাঁড়াইল। রমণী মোহন, বালিকাকে দেখিতে দেখিতে বামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে ঝি-মা?"

বামা উত্তর করিল, "আমার মেয়ে।"

রমণী। না, ঝি-মা, বল না।

বামা। মেয়েটি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল।

রমণী। ভিখারির এমন চেহারা!

বামা। কেন, ভাল চেহারা কি আর কাহারও হ'তে নাই, তোমার মা-ই একচেটে করিয়া রাখিয়াছেন?

রমণী। না তা' বলিতেছি না।

বামা। তবে কি বলিতেছ?

রমণী। বালিকার ভিক্ষার ঝুলি দেখিতেছি না—তাহাকে তোমরা কি ভিক্ষা দিলে তাহাও দেখিতে পাইতেছি না।

বামা। তোমার মা বালিকাকে ভিক্ষা দেন নাই।

রমণী। কেন?

বামা। দুপুর বেলায় গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষা দিতে নাই।

রমণী ছিপ্ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বামা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ?"

রমণী। ভিক্ষা আনিতে।

বামা। তোমার মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিক্ষা দিবে?

রমণী। না, তা' কেন করিব?

বামা। তবে কি করিবে?

রমণী। বালিকা রাস্তায় আসিয়া দাড়াক—আমি কিছু ভিক্ষা আনিয়া দিই।

বামা। তবে যাও।

রমণীমোহন ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেলেন। বামা ও বালিকা জলে নামিয়া হাত মুখ ধুইল। ঘাটের উপর উঠিয়া বামা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি, বাছা?"

"নীরদা।"

যা'র বাড়ীতে থাক তা'র নাম কি?"

"কালী।"

"সে কি জাত?"

"কায়স্থ।"

"তার বয়স কত?"

"সে বুড়ী—উঠিতে বসিতে পারে না।"

এমন সময়ে রমণীমোহন আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার বাম হাতে এক কাঁসি চাউল—ডান হাতে মুঠার ভিতর একটি টাকা। ভিখারিণীকে চাউল দিতে

রমণীমোহন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ভিখারিণী আঁচল পাতিল না—ভিক্ষাও লইল না। সে অবনত বদনে নীরবে দাড়াইয়া রহিল। কমলবিনিন্দিত মুখখানি লজ্জায় আরক্তিম হইল। বালিকার কাদম্বিনী-তুল্য নিবিড় কেশদাম, মুখে বক্ষে পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ছিন্ন মলিন বস্ত্রমধ্য হইতে অঙ্গের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে, যেন ভাদ্রের শেষে সেফালিকা বৃক্ষে স্থানে স্থানে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

রমণীমোহন বলিলেন, "ভিক্ষা লও।"

বালিকা নড়িল না—লজ্জায় মরিয়া গেল। ভিখারিণীর আবার লজ্জা! হায়, যে কত স্থানে অপমানিত ও প্রহৃত হইয়াও লজ্জিত হয় নাই—কত ধনাঢ্যের অট্টালিকায়, কত গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই, সে আজ ভিক্ষা চাহিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতে এত কুণ্ঠিত কেন?

বামা বলিল, "ভিক্ষা লও। কিসে নেবে তাই ভাবছ? আহা, কাপড় খানিও শতছিদ্র। তা' তুমি কাঁসি শুদ্ধ লও—আমি গিন্নির কাছে জবাবদিহি করব।"

রমণীমোহন বলিলেন, "ঝি-মা, একখানি কাপড় এনে দেব?"

"দাও"

রমণীমোহন ছুটিয়া গেলেন, এবং নিজের একখানি নূতন পরিধেয় বস্ত্র লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কাঁসির উপর কাপড় ও টাকাটি রাখিয়া রমণীমোহন কোমল কণ্ঠে বলিলেন,—"লও।"

কিন্তু বালিকা লইল না। লওয়া দূরে থাক্ সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। কান্না লুকাইবার অভিপ্রায়ে বালিকা পিছন ফিরিয়া দাড়াইল; এবং একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া প্রাচীর-দ্বার সন্নিকটে উপস্থিত হইল। দ্বার পার হইলেই সাধারণ পথ। বালিকা, দ্বার খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া দাড়াইল। কিন্তু বামা ছাড়িল না,—সে ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে ধরিল। তখন অনেক জেদাজিদির পর বালিকা চাউল লইল; কিন্তু টাকা, কাপড় বা কাঁসি কিছুতেই লইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

কৃষ্ণপুর অনেকটা পথ, দুই ক্রোশ রাস্তা হইবে। বালিকার ফিরিতে অপরাহ্ন অতীত হইল। বালিকা, কালীর গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল, দ্বার ভিতর হইতে অর্গল-বদ্ধ। ডাকাডাকির পর বৃদ্ধা ভিতর হইতে বলিল,—

"আজ তোকে বাড়ী ঢুক্‌তে দেব না—সকাল বেলা বেরিয়ে এখন এলি! আমার ঘরের কাজ কর্ম্ম কে করে বল্ দেখি? যা' তুই দূর হ—আমার বাড়ীতে তোকে আর ঠাঁই দেব না।"

বাহির হইতে বালিকা উত্তর করিল,—"আর দেরি করব না, আয়ি। রোজ রোজ এক বাড়ীতে ভিক্ষা চাইব—তাই আজ একটু দূরে গিছ্‌লাম। তা' আর যাব না। এবার আমায় বাড়ীতে ঢুক্‌তে দাও।"

বৃদ্ধা বলিল, "তোকে কিছুতেই আর বাড়ী ঢুক্‌তে দেব না।"

বালিকা। তুমি আশ্রয় না দিলে আমি কোথায় যাব, আয়ি?

বৃদ্ধা। তোর যেখানে খুসি সেখানে যা; তোর কত ভাবের লোক আছে তাদের কাছে যা'।

বালিকা। তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই আয়ি।

বৃদ্ধা। আর ন্যাকামতে কাজ নেই; কেউ না থাকে গাছতলায় শু'গে যা।

বালিকা দ্বারের উপর বসিয়া রহিল—বৃদ্ধা দ্বার খুলিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অন্ধকার চারিদিক

হইতে ছুটিয়া আসিয়া গাছ-পালা ঘিরিল—বালিকাকেও ঘিরিল। একটী একটী করিয়া আকাশে নক্ষত্র উঠিতে লাগিল। বালিকা উর্দ্ধমুখে তাহাই দেখিতে লাগিল। অন্ধকারময় পৃথিবীতে দেখিবার কিছুই নাই, তাই সে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রপানে চাহিয়া রহিল। নক্ষত্র অনেক; বালিকা সকলের পানে একে একে চাহিয়া দেখিল। একটী নক্ষত্র পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া দেখিতে বালিকা আজও শিখে নাই। জীবনের শেষ ভাগে আমরা সে শিক্ষা লাভ করি। সংসার আমাদের শিখায়। দুঃখে পড়িলেও নীরদা আজও বালিকা মাত্র।

রাত্রি যখন এক প্রহর, তখন সে সভয়ে দেখিল, দুইটী শৃগাল তাহার পানে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া নিকটে দাড়াইয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে তাহার বড়ই ভয় হইল;—সে সকাতর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"আয়ি, দোর খুলে দেও—আর আমি এমন কাজ কখন কর্‌ব না।"

বালিকার চীৎকার গ্রাম্য চৌকীদারের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে রে তুই?"

বালিকা আরও ভয় পাইল—কোন উত্তর করিতে পারিল না। চৌকিদার তখন অগ্রসর হইয়া তাহার হাত

ধরিল এবং খুব একটা ঝাঁকানি দিয়া ভৈরবকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুই বল্।"

বালিকা ভীত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। চৌকীদার তখন দেখিল, লোকটা চোর বা দস্যু নয়--একটা ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র। চৌকীদার ভাবিয়াছিল বুঝিবা মানুষটা একটা দাগী বদ্‌মায়েস ; তাহাকে ধরিয়া অতুলকীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার তাহার অভিলাষ ছিল। এক্ষণে নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে ?"

বালিকা ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি নিরি।"

বালিকার নাম নীরদা, লোকে নিরি বলিয়া ডাকে। তাহার নাম শুনিয়া চৌকীদার তাহাকে চিনিল ; জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কেন ?"

"আয়ি ঘরে ঢুক্‌তে দেয় নাই।"

"কেন ?"

"ভিক্ষা করে ফির্‌তে দেরি হয়েছিল বলে।"

চৌকীদার তখন গর্দ্দভনিন্দিতকণ্ঠে আয়িকে ডাকিতে লাগিল। সে চীৎকারে বুড়ির কথা দূরে থাক্ সমস্ত পাড়া জাগিয়া উঠিল। বুড়ী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা ?"

চৌকীদার হাঁকিল, "দোর খোল্—তোর নাতিনকে ঘরের ভিতর ডেকে নে।"

আয়ি। আমি ওকে ঘরের ভিতর আর ঠাঁই দিব না।

চৌকী। আলবত্ দিবি—কচি মেয়ে বাইরে পড়ে রইল, আর তুই মাগি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিস্!

আয়ি তখন বকিতে বকিতে যষ্টির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বালিকা সঙ্কুচিত ভাবে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। চৌকীদারও বিদায় হইল।

আয়ি গৃহ মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষণকাল কাণ পাতিয়া শুনিল। যখন বুঝিল যে, চৌকীদার চলিয়া গিয়াছে এবং নিকটেও কেহ নাই, তখন সে প্রদীপ জ্বালিল। দীপ জ্বালিয়া আবার ক্ষণকাল উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। তার পর বালিকার পানে ফিরিয়া সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল, "আজ তোরই এক দিন, কি আমারই এক দিন।"

বালিকা দ্বারপার্শ্বে সাশ্রুনয়নে দাঁড়াইয়া ছিল। সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "এমন কাজ আর কখন করব না আয়ি!"

বৃদ্ধার ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল, সে বলিল, "তোর জন্তে আমি সমস্ত দিন উপোষ আছি, তা জানিস্? তোর আজ আর নিস্তার নেই।"

বালিকা বলিল, "আমি এখনি তোমায় ভাত রেঁধে দিচ্ছি।"

বৃদ্ধা তা' শুনিল না,—বালিকার কোমল অঙ্গে হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারা সজোরে প্রহার করিল। এরূপ প্রহার - কারণে অকারণে—বালিকার কপালে নিয়ত ঘটিত। তবে আজ মাত্রা কিছু বাড়িল। উপর্য্যুপরি আঘাতে বালিকা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। তবু প্রহারের বিরাম নাই। বসনাঞ্চলে চাউলগুলি তখনও বাঁধা ছিল; সেগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তদ্দৃষ্টে বুড়ি আরও রাগিল। লাঠীর উপর লাঠী বালিকার ঘাড়ে পিঠে পড়িতে লাগিল। বালিকা নীরবে সকলই সহিল। অবশেষে অবসন্ন ও হতচেতন হইয়া ধূলাবলুণ্ঠিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o—

পরদিন প্রাতঃকালে হুলস্থুল কাণ্ড। বৃদ্ধার বাড়ীর সম্মুখে ও ভিতরে লাল ও নীলপাগড়ী মাথায় অসংখ্য পুলিসের লোক। গ্রামের কৌতূহলী যুবকবৃন্দ কনেষ্টবলের পশ্চাৎভাগে একটু দূরে সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান। কুলবধূরা

কলসীকক্ষে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া কনেষ্টবল-চৌকীদারের পাগড়ী ও জামা দেখিতেছে। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া ঘটনাস্থলে হাজির। সে দিন প্রাতঃকালে গ্রামে আর হাঁড়ি চড়িল না।

ঘটনাটি বড় গুরুতর,—বৃদ্ধা ভিখারিণীকে নিশীথে কে হত্যা করিয়াছে। তাহার দেহে অস্ত্রচিহ্ন বা আঘাতের দাগ কিছুই নাই—অথচ সে খুন হইয়াছে বলিয়া চারি-দিকে রাষ্ট্র। তবে খানিকটা রক্ত বৃদ্ধার মুখের কাছে মেজের উপর পড়িয়াছিল। বুড়ার আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না। সে একখানি জীর্ণ কুটীর মধ্যে একাকী বাস করিত। সম্প্রতি—বৎসরেক হইল—একটি বালিকা আসিয়া তাহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই বালিকা এক্ষণে দারোগা মহাশয়ের সম্মুখে সঙ্কুচিতভাবে দণ্ডায়মান।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে?"

বালিকা। আমি নীরদা।

দা। তুই কতদিন হ'তে এখানে আছিস?

বালি। এক বৎসর।

দা। তা'র আগে কোথায় ছিলি?

বালিকা উত্তর করিল না—নীরব রহিল। দারোগা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন—বালিকা তথাপি নীরব।

দারোগা হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা বালিকাকে প্রহার করিলেন—তবুও কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া সে প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর বাড়ী কোথায় ?"

বালি। বাড়ী নাই।

দা। তোর বাপের নাম কি ?

বালি। জানি না।

দা। তুই সকল কথা লুকুচ্ছিস—তুই একটা পাকা বদ্‌মায়েস।

বালি। আমি জ্ঞান মত সত্য বল্‌ছি। আমার বাড়ী কোথায়—বাপ্ মা আছেন কিনা কিছুই আমি জানি না।

দা। আচ্ছা, সে কথা যাক্, তুই এ ঘটনার কি জানিস বল্।

বা। আমি বুড়ীর প্রহারে হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম; প্রভাতে জ্ঞান হইলে দেখি, বুড়ী মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

দা। তোর মিথ্যা কথা—তুইই বুড়ীকে মারিতেছিলি।

তখন মহল্লার চৌকিদারকে তলব হইল। সে গত রাত্রিতে বালিকাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিল তাহা বলিল। দারোগা বাবু স্থির করিলেন, বুড়ীকে মারিবার জন্য বালিকা

বাহিরে লোক ডাকিতে গিয়াছিল। প্রতিবেশী দুই চারি-জন সাক্ষ্য দিল যে, গভীর রাত্রিতে তাহারা প্রহারের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকা মাঝে মাঝে বুড়ীকে প্রহার করিত?"

সাক্ষীরা ইতস্ততঃ করিল। কেন না, বালিকা কখন প্রহার করে নাই—বুড়ীই প্রহার করিত; কিন্তু দারোগা বাবুর তাড়নায় তাহারা অন্যরূপ বলিল। হুজুর তখন খুনের কিনারা হইয়াছে ভাবিয়া সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন; এবং জমকাইয়া বসিয়া বেত্র আস্ফালন করিতে করিতে রুদ্রকণ্ঠে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাল কোথায় রেখেছিস বল্।"

বালি। মাল কি?

দা। এখন ন্যাকাম ছাড়্—টাকা কড়ি কোথায় রেখে-ছিস্ দেখাইয়া দে।

বালি। টাকা কড়ি আমার কিছুই নাই।

দা। এখনও বদ্‌মায়েসি! তবে দেখ্।

বালিকার পৃষ্ঠে ও বাহুতে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত পড়িতে লাগিল। কোমল অঙ্গ ফাটিয়া রক্তধারা ছুটিল। তবু সে কাঁদিল না; দাড়াইয়াছিল—বসিয়া পড়িল; ক্রমে চৈতন্য হারাইয়া শুইয়া পড়িল। তথাপি দারোগা বাবুর

গল্পের বিরাম নাই। অবশেষে তাহার একজন প্রিয় জমা-দার সরিয়া আসিয়া কাণে কাণে কি বলিল। দারোগা বাবু তখন নিরস্ত হইলেন।

কিন্তু বালিকার চৈতন্য হইল না। দারোগা বাবু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন বালিকা ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে; পরে যখন জমাদার বুঝাইয়া দিল, এটা ভাণ নয়—বালি-কার জীবন প্রকৃতই সংশয়াপন্ন, তখন দারোগা বাবু মহা-ভীত হইয়া ডাক্তার আনিতে কনেষ্টবল পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার আসিয়া অনেক যত্নে বালিকাকে বাঁচাইল।

বালিকা বাঁচিল বটে, কিন্তু দারোগা বাবু তাহাকে ছাড়িলেন না;—শিবিকায় করিয়া থানায় লইয়া চলিলেন। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার বাবু, বালিকাকে নিজের বাসায় আনিয়া দুগ্ধ ও অন্ন আহার করাইয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে এই খুনের সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে, একথাও লোকমুখে প্রচারিত হইল। তবে এ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। যে যাহাই বলুক, ক্ষুদ্র বালিকাকে সাহায্য করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। বালিকা হাজত ঘরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—()—

রমণী মোহনের নিবাস গোপালপুর। সেখানেও এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল। বামা প্রথমে শুনিল। শুনিয়া গৃহিণীকে কিছু না বলিয়া রমণী মোহনকে গোপনে সকল কথা জানাইল। রমণী মোহন স্তম্ভিত হইলেন। বামা বলিল, "এখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নয়।"

রম কি করিব ঝিমা?

বামা। বালিকাকে বাচাও। আহা! তার কেউ নেই।

রম। যার কেউ নাই তা'র ভগবান আছেন। মানুষের যাহা সাধ্য বালিকার জন্য আমি তা' করিব।

বলিয়া রমণী মোহন অশ্বারোহণে থানা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন বেলা তিন প্রহর--রৌদ্রের তাপ প্রচণ্ড; কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। থানা নিকটে—প্রায় ক্রোশেক পথ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পথ অতিক্রম করিয়া রমণী মোহন. দারোগা-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

দারোগা. রমণী মোহনকে চিনিতেন। গোপালপুরের জমিদারকে কে না চিনে? দারোগা বাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া

একখানি বসিবার আসন টানিয়া দিলেন; এবং সন্নিকটে নিজেও বসিলেন। রমণীমোহন বলিলেন, "আপনার নিকট একটু প্রয়োজনে আসিয়াছি।"

দারোগা। আজ্ঞা করুন।

র। শুনিয়াছি—হত্যাকারী বলিয়া একটি বালিকাকে ধরিয়াছেন।

দা। ঠিক শুনিয়াছেন।

র। বালিকা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

দা। কিরূপে জানিলেন?

র। বালিকা মধ্যাহ্নে আমার বাটীতে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিল। কৃষ্ণপুরে ফিরিতে তাহার সন্ধ্যা হইয়া থাকিবে। বৃদ্ধা সেই অপরাধে তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। বালিকা দ্বারে বসিয়া সন্ধ্যা অতীত করিয়াছিল—চৌকিদার তদবস্থায় তাহাকে দেখিয়াছিল; তারপর কি ঘটিয়াছিল কেহ তা' দেখে নাই।

দা। কেহ না দেখিলেও আমরা তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারি।

র। কি অনুমান করিয়া লইয়াছেন?

দা। বালিকা যষ্টির প্রহারে বৃদ্ধাকে হত্যা করিয়াছিল।

র। বৃদ্ধার অঙ্গে যষ্টির আঘাত দেখিয়াছেন কি?

দারোগার তখন স্মরণ হইল—বৃদ্ধার অঙ্গে কোন আঘাত দৃষ্ট হয় নাই। কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। রমণীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকা কোথায় আছে? তাহাকে একবার দেখিতে পারি কি?"

দারোগা বাবু ভাবিলেন—বালিকা, রমণীমোহনের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে পারে। অতএব দারোগা অতি সহজে সম্মত হইয়া বলিলেন, "আসুন—বালিকার কাছে লইয়া যাই।"

উভয়ে উঠিয়া হাজত ঘরে প্রবেশ করিলেন। তথায় আসিয়া রমণীমোহন দেখিলেন, বালিকা ধূলার উপর ছিন্ন কুসুমিত লতিকার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া বালিকা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

দারোগা. রমণীমোহনকে বলিলেন. "আপনি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কিরূপে বৃদ্ধাকে হত্যা করিয়াছে। আপনাকে বালিকা সম্মান করে—আপনি জিজ্ঞাসা করিলে সে না বলিয়া থাকিতে পারিবে না।"

রমণীমোহন একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "বালিকাকে কি জিজ্ঞাসা করিব? সে হত্যা করিয়াছে কি না?

সে কথা বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই—আমি তাহার উত্তর দিতে পারি।"

দা। আপনি জানেন? কি জানেন বলুন।

র। কে বৃদ্ধাকে হত্যা করিয়াছে তা জানি না। তবে এই হত্যা সম্বন্ধে বালিকা সম্পূর্ণ নির্দোষী, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমি হত্যা করিতে পারি, কিন্তু বালিকা কখন পারে না।

বালিকার চক্ষু ছল্ ছল করিয়া উঠিল। বৃদ্ধা বা দারোগার প্রহারে যে বিন্দুমাত্র চক্ষের জল ফেলে নাই, এক্ষণে সে কাঁদিয়া আকুল হইল।

দারোগা একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসের উপর কার্য্য করিলে চলিবে না—প্রমাণ চাই।"

র। আমি প্রমাণ করিয়া দিব বালিকা সম্পূর্ণ নির্দোষী। আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইলেও আপনাদের চক্রান্ত জাল ভেদ করিব—ছাড়িব না।

দারোগা বাবু প্রমাদ গণিলেন তিনি জানিতেন, চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামবাসীরা, গোপালপুরের জমিদারের অনুগত ও বাধ্য। বালিকার পক্ষে মকদ্দমা চালাইতে উকীল বা ব্যারিষ্টারের অপ্রতুল হইবে না। কেন না, রমণীমোহন ধনী। দারোগা কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া

বলিলেন, "আমরা চক্রান্ত কিছু করি নাই—প্রকৃত হত্যাকারীরই অনুসন্ধান করিতেছি।"

র। প্রকৃত হত্যাকারীকে পান নাই বলিয়া কি একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে ধরিয়া বাঁধিয়া আসামী করিতে হইবে? আপনাদের ধর্ম্ম, আপনাদের আইন আমি জানি না, কিন্তু—একি! বালিকার কাপড়ময় রক্ত কেন?

দা। আজ্ঞে—একরার করাতে গিয়ে বালিকাকে দুই এক ঘা মারিতে হইয়াছিল।

সমস্ত থানা-ঘর কাঁপাইয়া রমণীমোহন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আপনি বালিকাকে মারিয়াছেন?"

দারোগা নিস্তব্ধ। বালিকা বিস্ময়বিহ্বল। সে মনে মনে ভাবিল, "আমাকে মারিয়া দারোগা বাবু কি এমন অপরাধ করিয়াছেন! আমাকে ত সকলেই মারে।"

দারোগা বাবু একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"মারিয়া থাকি বেশ করিয়াছি। সে জন্য আমি কাহারও নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।"

র। বাধ্য কিনা তাহা অচিরে বুঝিবেন। আমি সাহেবের কাছে চলিলাম।

কিন্তু তাঁহাকে সাহেবের কাছে যাইতে হইল না। থানা হইতে নিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই পুলিশ সাহেব ও

ইন্‌স্পেক্টারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা খুনের সংবাদ পাইয়া সদর হইতে দোচাকার গাড়ীতে চলিয়া আসিয়াছেন। ইন্সপেক্টার বাবু প্রাচীন, বিজ্ঞ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়াই তাঁহার উন্নতি হয় নাই তিনি রমণীমোহনের পিতাকে চিনিতেন এবং শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তখন রমণী ক্ষুদ্র শিশু মাত্র।

ইন্সপেক্টার বাবু চক্রযান হইতে নামিয়া রমণীমোহনের সহিত সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেবের কিন্তু সে দিকে নজর ছিল না। তিনি নির্নিমেষ নয়নে রমণীমোহনের তেজস্বিনী অশ্বিনীকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন দেখা শেষ হইল তখন তিনি রমণীমোহনের পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়া তোমার, বাবু?"

"হাঁ।"

"O, she is an excllent animal."

র। ঘোড়াটী ব্যারো সাহেবের ছিল—আমি সম্প্রতি কিনিয়াছি।

সা। আমি কিনিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু দাম অনেক—আপনি কত টাকায় কিনিয়াছেন?

র। আট শত।

সা। আমাকে Mr. Barrow সাত শত বলিয়াছিলেন।

র। আমি ঘোড়াটি বেচিব মনে করিতেছি, কেন না, রাখিয়া কোন ফল নাই—আমাকে শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতে হইবে।

সা। কত টাকায় বেচিবেন স্থির করিয়াছেন?

র। দুই শত।

সা। Only two hundied! আমায় বেচিবেন কি?

র। আনন্দের সহিত।

সাহেব তখন অগ্রসর হইয়া রমণীমোহনের সহিত হ্যাণ্ড সেক্ করিলেন ও তাঁহার পরিচয় লইলেন। অতঃপর উভয়ে আসিয়া Inspection কামরায় বসিলেন।

ইত্যবসরে ইনস্পেক্টার বাবু থানা ঘরে বসিয়া মকদ্দমার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দারোগা বালিকার বিরুদ্ধে প্রমাণাদি যাহা পাইয়াছেন তাহা বলিলেন। কাগজ পত্র দেখিয়া ও প্রমাণের অবস্থা বুঝিয়া ইনস্পেক্টার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। দারোগা তখন ভীত হইয়া জমাদারের পানে চাহিল। জমাদার নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উপরওয়ালার জন্য কল্‌কে আনিতে উঠিয়া গেল।

ইনস্‌পেক্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আসামী কই ?”

দারোগা। হাজতে আছে।

ইন্। আন—দেখি।

বালিকা আনীত হইল এবং কতকগুলি প্রশ্নও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তার পর ইন্‌স্পেক্টার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “লাস সদরে চালান হইয়াছে কি ?”

দা। এখনও চালান হয় নাই—গাড়ীতে আছে। রিপোর্ট লিখিতে ছিলাম—একটা অসভ্য বর্ব্বর আসিয়া আমার সময় নষ্ট করিতেছিল।

ইন্। চল—লাস দেখিগে।

উভয়ে উঠিয়া গাড়ীর নিকট আসিলেন। শব উত্তম-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইন্‌সপেক্‌টার বাবু বলিলেন, “তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি সাহেবকে ডাকিয়া আনি।”

ক্ষণপরে তিনি সাহেবকে সঙ্গে লইয়া শবদেহের নিকট আসিলেন এবং সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, দেহে কোন রূপ অস্ত্রাঘাত বা অন্য আঘাত চিহ্ন নাই। আমার বিবেচনায় বুড়ী লিভার ফাটিয়া অথবা blood vessel rupture হইয়া মারা গিয়াছে।”

সাহেব, অশ্বিনীর পানে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, “yes, yes, টোমার সহিট হামার এক মট আছে।”

তারপর ইন্‌সপেক্‌টার বাবু থানা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে বলিলেন, "এই দুর্ব্বল বালিকা দ্বারা খুন হওয়া সম্ভব নয়।"

সাহেব। কিছুটেই নয়। কোন্ বোলে বালিকা খুন করেছে?

ইন্স। দারোগা বাবু বলেন।

সাহেব। Idiot he is (দারোগার প্রতি) খুন করনে টোম্ ডেখা হায়?

দারোগা তখন করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "হুজুর, সাক্ষা আদ্‌মি দেখা হায়।"

সা। বোলাও your সাক্ষী।

সাক্ষীরা থানাতেই ছিল। তাহাদের গোপনে ডাকিয়া দারোগা বাবু কয়েকটা কথা শিখাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রমণীমোহনের সাবধানতায় অকৃতকার্য্য হইলেন। সাক্ষীরা যাহা কিছু জানিত তাহাও তাহারা সাহেবের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিয়া গেল। সাহেবের কাছে একে একে সকলেই বলিল, "আমরা খুন করিতে দেখি নাই—বালিকা খুন করিয়াছে বলিয়া আমাদের কোনও সন্দেহ হয় না।"

সাহেব তখন আরক্ত নয়নে দারোগার পানে ফিরিয়া বলিলেন, "I see you are liar too."

অনন্তর সাহেব, লাস চালান দিতে ও বালিকাকে মুক্তি দিতে আদেশ দিলেন। তখন রমণীমোহন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সাহেব, আমার একটী প্রার্থনা আছে।"

সা। What can I do for you, Babu?

র। এই দারোগা অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য বালিকাকে অযথা পীড়ন করিয়াছে—বালিকার গায়ে দাগ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

সাহেব ও ইনস্‌পেক্‌টার উভয়ে মিলিয়া বালিকার পিঠ ও পা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। স্থানে স্থানে কাটিয়া গিয়াছে—দুই একটা ক্ষত হইতে তখনও রক্ত গড়াইতেছে।

সাহেব করুণ কণ্ঠে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাকে কোন্ মারিয়াছে?"

বালিকা অধোবদনে নিরুত্তর রহিল। বারম্বার প্রশ্নের পর বালিকা বলিল, "বুড়ী মারিয়াছিল।"

"ডারোগা মারে নাই?"

উত্তরের উপর দারোগার জীবন মরণ নির্ভর করি-তেছে। দারোগা ভাবিতেছিল, "হায়, কেন মারিলাম—মা দুর্গা এ যাত্রা রক্ষা কর—আর কখন মারিব না।"

কিন্তু মা দুর্গা রক্ষা করিলেন না;—বালিকা অস্ফুটস্বরে

বলিল,—"হাঁ. মারিয়াছে ; কিন্তু আমি সে জন্য দুঃখিত নই।"

সাহেব বলিলেন, "টুমি ড়ঃখিট না হইটে পার, কিণ্ট, আইন ড়ঃখিট হইয়াছে।"

তখন সাহেব সমবেত সাক্ষীর পানে ফিরিয়া বলিলেন, "টোমরা কেহ ডারোগাকে মারিটে ডেখিয়াছ ?"

সাক্ষীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে সাহেব বলিলেন, -"টোমাডের কোন ভয় নাই—ডারোগাকে হামি গ্রেপ্টার করে চালান ডেব।"

তখন সকলে এক বাক্যে বলিল—হাঁ তাহারা মারিতে দেখিয়াছে।

রমণীমোহন অগ্রসর হইয়া সাহেবকে বলিলেন,"সাহেব দারোগাকে স্থানান্তরিত করিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। যদি তাহাকে অন্য কোন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আপনি বাদিনীকে খুঁজিয়া পাইবেন না।"

বলিয়া তিনি বালিকার হাত ধরিয়া থানাগৃহ ত্যাগ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—— : ——

"ঝি-মা!"

"কি, বাবা?"

"মেয়েটিকে এনেছি "

"বেশ করেছ বাবা—তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

বালিকা সঙ্কুচিতভাবে একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। বামা তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আহা! এমন মেয়ে কি কখন খুন করতে পারে গা? দারোগাদের কি দয়া ধর্ম্ম নাই?"

ঝি-মার হাতে বালিকাকে সমর্পণ করিয়া রমণীমোহন মায়ের কাছে চলিয়া গেলেন। বামা তখন বালিকাকে লইয়া খিড়কির পুকুরে গেল; এবং তাহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া নিজের একখানি পরিধেয় বস্ত্র পরিতে দিল।

এ দিকে রমণীমোহন মায়ের কাছে গিয়া বলিলেন, "তোমার মত না নিয়ে আজ একটা কাজ করে বসেছি।"

মা। কি করেছ, বাবা?

রম। দারোগা একটি ছোট মেয়ের উপর বড় অত্যাচার ক'রেছিল। পুলিসের গ্রাস হ'তে তাকে কেড়ে এনেছি।

মা। পুলিসের সংস্রবে না যাওয়াই ভাল।

রম। তাই ব'লে পুলিস অত্যাচার করবে, আর আমি চুপ ক'রে বসে দেখ্‌ব ?

মা। কত জায়গায় কত অত্যাচার হচ্ছে, তা' দেখ্‌তে গেলে কি চ'লে? তা' ছাড়া পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে নাই।

রম। আমরা ঝগড়া না করিলে—গরীবের পানে না চাইলে কে আর চাইবে মা ?

মা। সংসারে কে কার পানে চায়, বাছা? নিজের বাঁচিয়ে যেতে পার্‌লেই হ'ল।

রমণীমোহন বুঝি মনে একটু ব্যথা পাইলেন, তাই কোন উত্তর করিলেন না। ক্ষণপরে বলিলেন, "মা, বালিকার কেহ নাই।"

মা। গরীব দুঃখীদের আবার কে থাকে ?

রম। মা, মেয়েটিকে বাড়ীতে এনেছি।

মা। এখানে ? আমার বাড়ীতে ?

রম। হাঁ।

মা। দূর করে দেও—ও সব পুলিসের আসামীর এ বাড়ীতে ঠাঁই হবে না।

রম। সে এখন পুলিসের আসামী নয়।

মা। না হ'ক—ও সব ছোট লোক মাগী এখানে ঠাঁই পাবে না।

রম। মেয়েটির মাথা গুঁজিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই ;—কোথায় দাঁড়াবে ?

মা। কেন, গাছতলা ত আছে।

রমণীমোহন আকাশপানে চাহিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। নীল সাটি পরিত্যাগ করিয়া আকাশ কৃষ্ণবসন পরিধান করিতেছিল। রমণী, মায়ের কাছে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

হরিনামের মালা ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজ এত অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি কেন, মোহন ?"

জননী, রমণীমোহনকে শুধু মোহন বলিয়া ডাকিতেন। মোহন উত্তর করিলেন, "ভাবতেছি, কাল কলিকাতায় যাব।"

মা। কেন, কলেজ খুলিতে এখনও ত বিলম্ব আছে।

মা বুঝিলেন, ছেলের অভিমান হইয়াছে। তখন তিনি

জনৈক দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কোথা হ'তে কে একটা মেয়ে এসেছে তা'কে দুটো ভাত দিতে বলিস্। আজ রাতে আর কোথায় যাবে—এই খানেই থাক—কাল সকালে বিদায় করে দিস।"

ঝি উত্তর করিল, "বামাদিদি তাহাকে খাওয়াইয়াছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গৃহিণী দেখিলেন, একটি ছোট মেয়ে খিড়্কির পথ ঝাঁট দিতেছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে রে?"

নিকটে বামা ছিল; সে ছুটিয়া আসিয়া উত্তর করিল, "কে আবার? মানুষ।"

গৃ। মানুষ ত দেখ্ছি; কিন্তু মানুষটার ত নাম আছে?

বা। নামে কি পরিচয় পাবে? মেয়েটির নাম নীরদা।

গৃ। এই মেয়েটি পরশু ভিক্ষা চাহিতে এসেছিল না?

বা। হাঁ।

গৃ। আজ আবার বুঝি ভিক্ষা চাহিতে এসেছে?

বা। সে দিন অনেক ভিক্ষা দিয়াছিলে কি না, তাই লোভ পেয়ে আজ আবার এসেছে।

গৃ। তোকে কথায় আঁটতে পারব না—এখন কথাটা কি খুলে বল্।

বা। ওগো, মোহন এই মেয়েটিকে থানা থেকে কাল্ নিয়ে এসেছে।

গৃহিণীর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তা এখনও এখানে রয়েছে কেন? আজ আবার থাকবে নাকি?"

বা। না—তোমার বাড়ীতে একদিনও আর থাক্‌বে না—আজই আমার সঙ্গে চ'লে যাবে।

গৃ। তোর সঙ্গে?

বা। হাঁ, আমার সঙ্গে।

গৃ। তুই কোথায় যাবি?

বা। আমার বাড়ীতে।

গৃ। তোর আবার বাড়ীতে কে আছে যে এতদিন পরে তোর নাড়ী কেঁদে উঠ্‌ল?

বা। কেউ না থাকুক, ঘর দোরতো আছে।

গৃ। তোর বুঝি ঘর দোরও নাই।

বা। না থাকে তৈয়ার করিয়া লইব।

গৃ। তবু যেতে হ'বে?

বা। হাঁ।

গৃ। কেন বল্ দেখি?

বা। নইলে এই মেয়েটিকে থাকতে কোথায় স্থান দেব?

গৃ। মেয়েটা তোর কে যে তার জন্যে এত দরদ?

বা। মেয়েটির কেউ নাই—আজ হ'তে মেয়েটির ভার লইলাম; আমার যাহা কিছু আছে মরণকালে ওকেই দিয়া যাব।

ব্যাপার কি গৃহিণী এতক্ষণে বুঝিলেন। বুঝিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। বামাকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহার মন নাই। ত্রিশ বৎসরের সহচরীকে কি সহজে ছাড়া যায়? বামার মত বিশ্বাসের পাত্রী, দরদের লোক আর কেহ নাই। কিন্তু পুলিসের আসামী ভিখারীর মেয়েকেও ঠাঁই দেওয়া হ'তে পারে না। ঠাঁই না দিলে বামা যে যায়। গৃহিণী বড়ই সমস্যায় পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, মেয়েটা এই খানেই থাক্—কিন্তু ঘরে দোরে যেন উঠে না।"

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রমণীমোহন কলিকাতায় গেলেন না—বামাও বাড়ী গেল না। দুই জনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। অনাথা বালিকা আশ্রয় পাউক বা না পাউক তাঁহাদের এত মাথা ব্যথা কেন? বালিকার প্রতি এতই বা টান্ কেন? টান কেন, তা' আমি বলিতে পারি না। আমি একবার একটি কপোতী দেখিয়াছিলাম,—সে একা—তাহার সঙ্গে অন্য কোন কপোত বা কপোতী নাই—সে কোথা হইতে উড়িয়া আমাদের বাড়ীর ছাদে বসিল। তাহার জন্য আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করিয়া উঠিল। আমি আকাশপানে চাহিয়া দেখিলাম,—নিকটে বা দূরে কোথাও কোন পারাবত নাই। তখন আমি স্পন্দিত হৃদয়ে গৃহমধ্য হইতে কপোতীর জন্য শস্য আনিলাম। কিন্তু কপোতী শস্য খাইল না—উড়িয়া গেল। আমি তাহাকে কত ডাকিলাম—সে আসিল না। আমি সারাদিন ছাদের উপর বসিয়া আমার কপোতীর প্রত্যাশায় আকাশপানে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু সে আর আসিল না। সন্ধ্যা আসিয়া আকাশ ছাইল, তখন আমি নিরস্ত হইলাম।

তার পরদিন হইতে আমি প্রতিদিন ছাদে বসিয়া কপোতীর অপেক্ষা করি, কিন্তু কপোতী আর আসে না; সন্ধ্যা হইলে আমি কাঁদিয়া গৃহে ফিরি। কপোতীর প্রতি আমার এ টান কেন?

আশ্রয়হীনা অনাথা বালিকার প্রতি রমণীমোহনের টানও বুঝি সেই প্রকার। বালিকাকে সুখী করিতে রমণীমোহন কত প্রকারে চেষ্টা করিতেন। কতবার ছুটিয়া আসিয়া বালিকা কি করিতেছে দেখিয়া যাইতেন। বালিকা খাইতে পাইল কি না, সে অনুসন্ধানও বারম্বার বামার নিকট লইতেন। রমণীমোহনের আগ্রহ ও যত্ন দেখিয়া বালিকা লজ্জায় মরিয়া যাইত। রমণীমোহন তবু ছাড়িতেন না।

ক্রমে গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইয়া আসিল,—রমণীমোহন কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে পুলিস সাহেবের নিকট হইতে একখানা পত্র আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল যে, "ডাক্তার সাহেব শবদেহ পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন—বুড়ী খুন হয় নাই—রক্তের থলি ছিঁড়িয়া মারা গিয়াছে। অত্যধিক ক্রোধ বা অত্যধিক সুখ দুঃখ উপস্থিত হইলে এবম্বিধ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।" পত্রে আরও লেখা ছিল যে, দারোগাকে

অন্য কোন শাস্তি না দিয়া জমাদারের পদে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সে যাহা হউক, সে জন্য রমণীমোহন চিন্তিত নহেন। তাঁহার যত চিন্তা নীরদার জন্য। সেই নীরদাকে ছাড়িয়া আজ কলিকাতায় যাইতে হইবে। ক্রমে বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। মায়ের নিকট, ঝি-মার নিকট বিদায় লইলেন—একবার উঠানে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে চাহিলেন; কিন্তু কোথাও নীরদাকে দেখিতে পাইলেন না। ইচ্ছা হইল, একবার পাকশালা অথবা খিড়্কিতে তাহাকে খুঁজিয়া আসেন; কিন্তু কেমন একটু লজ্জা হইল। নীরদার নিকট বিদায় লওয়া হইল না—রমণীমোহন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় গিয়াও রমণীমোহনের শান্তি নাই;—নীরদার কথা সকল সময়ে মনে হইত। নীরদা—পিতৃমাতৃহীনা, দারিদ্র্য-পালিতা অনাথিনী বালিকা। আপনার বলিতে সংসারে তাহার কেহ নাই। নীরদা, সংসারসমুদ্রে

তরঙ্গশিরে ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছিল—রমণীমোহন তাহাকে টানিয়া আনিয়া কূলে তুলিয়াছেন। সম্বলহীনা অনাথা নীরদার, রমণীমোহন একমাত্র সম্বল। রমণীমোহন ছাড়া তাহার আর কেহ নাই। তাহাকে মনে হইলে রমণীমোহন, একটু হর্ষ, একটু গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিল। রমণীমোহন বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বৎসরেক পরে গৃহে ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া মাকে দেখিলেন—বামাকে দেখিলেন; কিন্তু নীরদাকে দেখিতে পাইলেন না। ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে তাহাকে খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া শয়নকক্ষে বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য ফিরিলেন। তখন অপরাহ্ন।

সেখানে আসিয়া দেখিলেন, একটি নব-যৌবনোৎফুল্লা অনুপমা সৌন্দর্য্যময়ী কিশোরী, তাঁহার শয্যা রচনা করিতেছে। বালিকার রূপ দেখিয়া রমণীমোহন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। নীরদাতে এত রূপ তিনি কখন কল্পনা করেন নাই। তিনি এতদিন নীরদার রূপ দেখেন নাই—শুধু তাহার দারিদ্র্য, তাহার দুঃখ-কষ্ট দেখিয়াছিলেন। আজ অকস্মাৎ এই রূপরাশি রমণীমোহনের নয়ন সমক্ষে স্বপ্নদৃষ্টা দেবীপ্রতিমার ন্যায় ফুটিয়া উঠিল।

তার পরদিন হইতে রমণীমোহন বালিকাকে আর খুঁজিয়া বেড়াইতেন না—তাহার সঙ্গে কথাটিও কহিতেন না। মোহন দেখিতেন, বালিকা দাসীপনা করিয়া অট্টালিকাময় নীরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেমন নিস্তব্ধ নিশীথে শুক্লাষ্টমীর চাঁদ নীল আকাশের গায় নীরবে ঘুরিয়া বেড়ায়, চন্দ্রাধিক সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা তেমনই প্রফুল্লবদনে অক্লান্ত দেহে দিবা রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী নিশিতে গৃহাবদ্ধ রোগী যেমন শয্যায় শুইয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, কুসুমিত উদ্যানের কল্পনা করে, রমণীমোহনও তেমনই নিস্তব্ধ নদীসৈকতে বসিয়া নীরদার সৌন্দর্য্যউদ্ভাসিত গৃহের কল্পনা করিয়া লইতেন। বালিকা কাছে থাক্ বা দূরে থাক্, কল্পনালোকেই রমণীমোহনের হৃদয় উদ্ভাসিত থাকিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

দুইমাস পরে বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইল। রমণীমোহন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। তখন গৃহিণী পুত্রের বিবাহের আয়োজনে ব্যাপৃতা হইলেন।

পাত্রী অনেক দিন হইতেই স্থির ছিল। অতএব উদ্যোগ আয়োজনের বড় একটা বিলম্ব হইল না। আষাঢ় মাসে বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

একদা সন্ধ্যার পর মায়ের কক্ষে আসিয়া রমণীমোহন বলিলেন, "মা, আমি এম, এ, পড়িব স্থির করিয়াছি।"

মা। আর পড়িবার দরকার কি, বাবা? যা' পড়েছ এই ঢের হয়েছে।

মোহন। মা. পড়ার কি শেষ আছে?

মা। যারা গরীব দুঃখী তারা চিরকাল পড়ুক। বড়লোকের ছেলেরা এক আধ্ পাতা পড়্লেই ঢের হ'ল।

মোহন। সেটা ইচ্ছানুসারে। আমার বাসনা আরও এক বৎসর পড়ি।

মা। বেশ, ইচ্ছা হ'য়ে থাকে পড়।

মোহন। মা—

মা। কি বাবা?

মোহন। বিবাহ এখন স্থগিত থাক্।

মা। কেন?

মো। যতদিন না পড়া শেষ হয় ততদিন বিবাহ করিব না।

মা। তা' হ'তেই পারে না।

মো। কেন মা ?

মা। বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।

মো। এক বৎসর পিছাইয়া দিলে ক্ষতি কি, মা ?

মা। আমাদের কোন ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু পাত্রীপক্ষের ক্ষতি আছে।

মো। কি ক্ষতি ?

মা। পাত্রী অরক্ষণীয়া।—যেখানে হোক্ পাত্রীর বিবাহ আষাঢ় মাসে দিতেই হইবে।

মোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, "তবে পাত্রীর পিতা যেন অন্যস্থানে বিবাহের উদ্যোগ করেন।"

গৃহিণী মুখ ভার করিলেন ; কিন্তু কিছু বলিলেন না। রমণীমোহন গমনোদ্যত হইলেন ; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "তবে তুমি আদেশ করিলে আমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।"

বামার উপর বুঝাইবার ভার পড়িল। বামা অনেক বুঝাইল ; কিন্তু রমণীমোহন বুঝিলেন না। সকল যুক্তি তর্কের উত্তরে তিনি বলিলেন, "বেশী বয়সে বিবাহ করা ভাল ; এখন বিবাহ করিলে পড়া শুনার ক্ষতি হইবে।"

বামাও তাই বুঝিল। তার একটা বড় দোষ ছিল। রমণীমোহন যাহা বুঝাইতেন, বামা তাহাই বুঝিত। সে

রমণীমোহনের সকল কথা শুনিয়া বলিল, “তা বই কি. দুধের ছেলে বইত নয়। এখন না হয়, দু'দিন পরে বিবাহ হবে। বিয়েত আর পালাচ্ছে না। গিন্নির যেমন সব কাজেই তাড়াতাড়ি।”

অতএব গিন্নির কথা ভাসিয়া গেল—বিবাহ স্থগিত রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কিছুদিন পরে রমণীমোহন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। এবার কলিকাতা হইতে সহসা সংবাদ আসিল যে, মোহন গুরুতর পীড়িত। মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তল্পি তল্পা বাঁধিয়া কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বামাও সাজিল। গৃহিণী বলিলেন, “তুমি গেলে বামা, সংসার চলিবে কি প্রকারে ?”

বামা উত্তর করিল, “সংসার না চলে গোল্লায় যাক্। যাকে নিয়ে সংসার সেই যখন প'ড়ে, তখন সোণা ফেলে আঁচলে গাঁট বাঁধি কেন ?”

গৃহিণী নিরুত্তর রহিলেন। রামী বলিল, "আমি যাব।" তার ইচ্ছা একবার কালীঘাট ও কলিকাতা সহর দেখে। সে শুনিয়াছে, কলিকাতায় মস্ত হাট বসে; কাঁকুই, ফিতে, কাঁটা, চুলের কলপ সবই বিক্রয় হয়। অতএব এই বড় হাটে একবার এই বয়সে (চল্লিশ মাত্র) বাজার করিবার বাসনা তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে দেখিবে বাজারে চল্লিশ চলে কি না। রামী সজল নয়নে বলিল, "আমি দাদাবাবুকে দেখ্‌তে যাব গো।" গৃহিণী ধমক দিলেন। তখন সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। দাদাবাবুর উপর তাহার মায়া দয়া দেখিয়া গৃহিণী তাহাকেও সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন।

সহসা বামার একটা কথা স্মরণ হইল। সে ভাবিল, নীরদাকে কোথায় রাখিয়া যাইব? সে ছুটিয়া গিয়া গিন্নিকে বলিল, "নীরদা আমাদের সঙ্গে যাবে।"

গৃ। কেন?

বামা। নীরদা যেমন মোহনের কাজ কর্‌তে পারে এমন আর কেউ পারে না। সে যখন মোহনের ঘর ঝাঁট দিত—বিছানা করিত—জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিত, তখন মোহন কত খুসী হ'ত। তার মত মোহনের কাজ কেউ কর্‌তে পারে না।

গৃহিণী ইদানীং নীরদার কার্য্যতৎপরতা ও স্বভাব চরিত্র দেখিয়া তাহার উপর অনেকটা প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ঘরে দ্বারে তাহাকে উঠিতে দিতেন ; কিন্তু তাহাকে কোন আহার্য্য অথবা পানীয় দ্রব্য স্পর্শ করিতে দিতেন না। কেন না, তাহার জাতির ঠিক নাই। বামার প্রস্তাবে গৃহিণী বড় একটা আপত্তি করিলেন না।

অতএব নীরদাও সঙ্গে চলিল। নায়েব, দ্বারবান্ লইয়া দলটি বেশ পুরু হইল। সেই পুরু দল লইয়া গৃহিণী পর দিবস মধ্যাহ্নে পুত্রের বাসায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন।

গৃহিণী সত্বর বুঝিলেন, পুরুদল সঙ্গে আনিয়া ভাল করেন নাই। কেন না, বাড়ীতে স্থানাভাব। তা' ছাড়া ডাক্তারেরাও চোখ গরম করিয়া বলিল, "বাড়ীতে এত গোলমাল হইলে চলিবে না।" তখন পাশে একটা বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল ; এবং যাহারা হাট বাজার করিতে আসিয়াছিল তাহারা সেই বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রোগ কঠিন না হইলেও, বড়লোকের জ্বর বলিয়া রোগটা কঠিন করিয়া তোলা হইয়াছে। ডাক্তার বৈদ্য ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছেন—পথ্যাদি ডাক্তারখানা হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে—টাকা অজস্রধারে ব্যয়

হইতেছে। অতএব রোগ কঠিন না বলিলে চলিবে না। গৃহিণীও বুঝিলেন, রোগ কঠিন।

তখন তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর শিয়রে বসিলেন। কিন্তু তিনি মোহনের কোনও কাজে লাগিলেন না। ডাক্তারেরা যেরূপ উপদেশ দিয়া যাইতেন গৃহিণী তাহা পালন করিতে পারিতেন না। পালন করা দূরে থাক্‌ বুঝিতেও পারিতেন না। বামার ত কথাই নাই। অতএব সে ভার নীরদার উপর পড়িল।

তখন সকলে দেখিল, নীরদা লেখাপড়া জানে। ডাক্তারেরা যে সকল উপদেশ দিয়া যাইতেন নীরদা তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিত। শুধু পালন করিয়া ক্ষান্ত থাকিত না—লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত। নীরদা থার্ম্মমিটার ব্যবহার করিতে জানিত। যখন যত জ্বর হইত নীরদা একটা কাগজে লিখিয়া রাখিত—যখন যে ঔষধ খাওয়াইত তাহাও লিপিবদ্ধ করিত। ডাক্তার আসিলে কোন কথা না বলিয়া সেই কাগজখানি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দূরে দাঁড়াইত।

বালিকার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিচর্য্যার প্রণালী দেখিয়া অবশেষে গৃহিণীও মুগ্ধ হইলেন। বামা গরবে ফুলিয়া শুধু একটু হাসিত। কিন্তু বালিকা বড়ই মুস্কিলে পড়িল।

ইতিপূর্ব্বে যখন বামা ঘরে থাকিত তখন নীরদা বামার হাতে ঔষধের পাত্র তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইত—বামা সযত্নে ঔষধ খাওয়াইত। জ্বরের উত্তাপ দেখিবার প্রয়োজন হইলে গৃহিণীর হাতে কাচের যন্ত্রটা আলগোছে ফেলিয়া দিয়া নীরদা ঘড়ির পানে চাহিয়া থাকিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করিত। কিন্তু ইদানীং নীরদা যতই কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে লাগিল এবং গৃহিণী যতই তাহার প্রতি প্রসন্ন হইতে লাগিলেন, ততই নীরদার উপর সকল কার্য্যের ভার পড়িতে লাগিল। বামা ঔষধ খাওয়াইতে আর অগ্রসর হয় না—গৃহিণীও আর কাচযন্ত্র লইয়া পাঁচমিনিট অনন্যকর্ম্ম হইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন না। সুতরাং বালিকার উপর সকল ভার পড়িল।

সকল ভার লইয়া বালিকা বড়ই মুস্কিলে পড়িল। ঔষধের পাত্র হস্তে রমণীমোহনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঔষধ খাওয়াইতে নীরদা বড়ই লজ্জা বোধ করিত; অথবা থার্ম্মমিটার লাগাইয়া রমণীমোহনের বাহু চাপিয়া ধরিয়া পাঁচমিনিট কাল বসিয়া থাকিতে নীরদা বড়ই সঙ্কুচিত হইত। তা' লজ্জা বা সঙ্কোচ হইবারই কথা। নীরদা আর বালিকা নয়—সে এক্ষণে ত্রয়োদশবর্ষীয়া উন্মেষোন্মুখী কিশোরী। লাবণ্য ও লজ্জার ভারে তাহার ক্ষুদ্র দেহলতা

ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—কোমলতা ও মাধুর্য্য তাহার অঙ্গে অঙ্গে বিচ্ছুরিত হইতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে রোগ বাড়িয়া উঠিল। আগে জ্বর ছাড়িয়া হইতেছিল—এখন জ্বর আর ছাড়ে না। আগে বুকে একটু সামান্য শ্লেষ্মা জন্মিয়াছিল—এখন তাহা নিউমো-নিয়ায় পরিণত হইল। তখন গৃহিণী মহাচিন্তিত হইয়া বড় বড় ডাক্তার আনাইলেন।

গৃহিণী, টাকা খরচ করা ছাড়া বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। করিবার প্রণালী তিনি জানিতেন না; তবে ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ ছিল। দুধ খাওয়াইতে গেলে অনেকটা দুধ হয়ত একেবারেই রোগীর গলায় ঢালিয়া দিতেন—বুকে মালিস ঘষিতে গেলে হয়ত সমস্তটা বিছানাতেই ঢালিতেন। এইরূপে সমস্ত কার্য্যে অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়া গৃহিণী অবশেষে নীরদার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিলেন।

নীরদা সময় মত দুধ ও ব্রথ একটু একটু করিয়া খাওয়াইত। নীরদা যখন খাওয়াইত, রমণীমোহন তখন নীরদার চক্ষু দুইটি পানে নীরবে চাহিয়া থাকিতেন।

নীরদা যখন শয্যার উপর বসিয়া রোগীর বুকে মালিস ঘষিত, রমণী মোহন তখন উৎফুল্ল নয়নে নীরদার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। নীরদা যখন রোগীর বাহুমূলে তাপ-যন্ত্র লাগাইয়া নীরবে পার্শ্বে বসিয়া থাকিত, তখন রমণী-মোহন নিমীলিত নয়নে তাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিতেন। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, নীরদাও তত রমণীমোহনের প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। নীরদা যেমন করিয়া তাঁহার শয্যা রচনা করে—নীরদা যেমন করিয়া ঔষধি খাওয়ায়, মালিস করে—নীরদা যেমন করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইচ্ছা মাত্রেই হাতে হাতে যোগাইয়া দেয়, এমনটা আর কেহ পারিত না। নীরদা এক মুহূর্ত্ত না থাকিলে চলে না, নীরদা ক্ষণেকের জন্য কক্ষ বাহিরে গেলে রমণীমোহন ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া তাহাকে অন্বেষণ করেন।

দিবাভাগে নীরদা—রাত্রিতেও নীরদা। নীরদা আগে নিশা আগমনে পাশের ঘরে গিয়া শয়ন করিত। এখন গৃহিণী তাহাকে আর মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িয়া দেন না;—দিবানিশি তাহাকে রোগীর পাশে বসিয়া থাকিতে হয়। রোগীর ব্যারাম যত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, নীরদার

সঙ্কোচ ও লজ্জা ততই কমিয়া আসিতে থাকিল। অবশেষে নীরদা, রোগীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নিশি যাপন করিতে লাগিল।

গৃহিণী ও বামা হর্ম্ম্যতলে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিত। তাহারা একটু না ঘুমাইলে থাকিতে পারিত না। কয়দিনই বা জাগিয়া রাত্রি কাটান যায়? কিন্তু নীরদা দিবানিশি নিরন্তর জাগিয়া থাকিত। একদা নিশীথে যখন গৃহিণী ও বামা সুপ্ত, তখন রমণীমোহন ক্ষীণ-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"নীরদা!" নীরদা পাশে বসিয়াছিল; সে কোন উত্তর না করিয়া গলার একটু শব্দ করিল।

"নীরদা, মা কই?"

"ঘুমাইতেছেন।"

"ঝি-মা?"

"ঘুমাইতেছেন।"

"তুমি ঘুমাও না কেন, নীরদা?"

নীরদা কোন উত্তর করিল না। ক্ষণপরে রমণীমোহন বলিলেন, "নীরদা, আমি যদি মরিয়া যাই—"

নীরদা চঞ্চল হইল। রমণীমোহন বলিতে লাগিলেন, "নীরদা, আমি যদি মরিয়া যাই, তুমি আমার জন্য কাঁদিবে কি?"

নীরদার হৃদয় মধ্যে ঝড় উঠিল ; সে চঞ্চল চিত্তে একটু নড়িয়া বসিল। রমণীমোহন বলিলেন, "কাঁদিবে বই কি, আমি ছাড়া তোমার যে আর কেহ নাই।"

নীরদা এবার উঠিবার উদ্যোগ করিল। মোহন বলি-লেন,—"যেও না, নীরদা—যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকি তোমাকে একটু দেখি। জানি না কেন তোমাকে দেখিলে আমার এত তৃপ্তি, এত সুখ হয়। তোমাকে দেখিয়া আমি রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়াছি। তুমি আমার কি কর বা না কর, তাহা আমি লক্ষ্য করি নাই—আমি শুধু তোমাকেই দেখিয়াছি।" ক্ষণকাল বিশ্রামান্তর আবার বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া আমার পিপাসা মিটে না। তোমাকে দেখিবার জন্যই বুঝি আমার রোগ হইয়াছে। রোগ না হইলে তোমাকে আমি এমন করিয়া দেখিতে পাইতাম না। নীরদা, কে বলে রোগ অশুভ ?"

নীরদা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

আর একদিন রমণীমোহন শয্যায় শুইয়া পার্শ্বে উপ-বিষ্টা নীরদাকে বলিলেন, "নীরদা, আমার ভাই ভগ্নী নাই ; ভগ্নিকে কিরূপ আদর যত্ন করিতে হয়, ভালবাসিতে হয় তাহা আমি জানি না। তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ

করিয়া নিরন্তর আমার পাশে বসিয়া থাকিতে না জানি কতই কষ্ট পাইতেছ। তা' আমি কি করিব—আমি যে তোমাকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না।"

নীরদা কোন একটা কার্য্যের ছল করিয়া দূরে উঠিয়া গেল।

একদিন নিশীথে নিদ্রাভঙ্গে রমণীমোহন দেখিলেন, শয্যাপার্শ্বে নীরদা নাই। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। হর্ম্ম্যতলে গৃহিণী ও বামা নিদ্রিতা। রমণীমোহন ডাকিলেন, "ঝি-মা!"

দুই তিনবার ডাকের পর বামার নিদ্রা ভাঙ্গিল। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবা?"

"নীরদা কোথায়?"

"নীরদার যে অসুখ হয়েছে।"

রমণীমোহন শয্যার উপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। বামা তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "আহা, বাছা একমাস ধরে দিনরাত্রি পরিশ্রম করেছে। পেটে ভাত নাই—চো'খে ঘুম নাই—মানুষের শরীরে কত সয়।"

সে রাত্রি রমণীমোহনের আর ঘুম হইল না—অনিদ্রায় নিশি অতিবাহিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—o—

রমণীমোহন সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলেন। তবে বড় দুর্ব্বল। তখন ডাক্তারের পরামর্শানুসারে পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল। গৃহিণী সদলবলে পুত্রকে লইয়া বৈদ্যনাথ চলিলেন।

সঙ্গে বামা ও নীরদাও চলিল। নীরদাকে বাড়ী পাঠাইবার কথা কেহই তুলিল না। সুতরাং নীরদা গাড়ীতে উঠিয়া দেওঘরে চলিল।

সহরের বাহিরে নন্দন পাহাড়ের নিকটে বাসা স্থির হইল। রমণীমোহন প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া পাহাড়ের উপর বেড়াইতে যাইতেন। পৃথিবীর তলদেশ হইতে সূর্য্য কিরূপে ধীরে ধীরে আকাশ পথে উঠিত, রমণীমোহন একাগ্রচিত্তে তাহাই দেখিতেন। বেলা এক প্রহরের সময় তিনি গৃহে ফিরিতেন।

একদিন রমণীমোহনের তপোবনে বনভোজন করিবার সাধ হইল। সাধ অপূর্ণ রহিল না। দুই তিনখানা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া রমণীমোহন সদলে তপোবন পাহাড়ে চলিলেন। পাহাড়টি অতি সুন্দর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

শিলাখণ্ড স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। শিলার পাশে পাশে গাছ—গাছের আশে পাশে শিলা। পাহাড়ের শিখরদেশে একটি মনোহর গুহা। এক্ষণে যোগীবর বালানন্দ স্বামী এই গুহা মধ্যে বাস করেন। গুহার আর সে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নাই—বিলাসিতায় সব নষ্ট হইয়াছে।

সে সব কথা যাক্। অরুণোদয়ের কিছু পরে সকলে তপোবনে পৌঁছিলেন। রমণীমোহন বর্দ্ধমানের পশ্চিমে কখন আইসেন নাই; সুতরাং পাহাড়ও দেখেন নাই। নন্দন দেখিয়া হিমালয়ের কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন—ধারোয়া দেখিয়া নায়াগ্রা প্রপাতের প্রচণ্ডতা অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে তপোবন দেখিয়া ভাবিলেন, হিমালয় অপেক্ষা তপোবন বুঝি সুন্দর।

দাসদাসীরা বড় গোল বাধাইল। তাহারা বৈষ্ণব বাবাজীর প্রাঙ্গণস্থ গিরি গোবর্দ্ধন ছাড়া বড় একটা কিছু দেখে নাই। এক্ষণে একটা প্রকাণ্ড সজীব পাহাড়ের পাদমূলে দাঁড়াইয়া ভাবিল, তাহারা বুঝি কৈলাসধামে আসিয়াছে। পাহাড়ের গাত্রে মন্দির—শিরে গুহা। আর কি চাই? পাহাড়ের চরণে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে সকলে প্রণাম করিল।

বামা যেখানে নীরদাও সেখানে। কলিকাতায় গৃহিণীর কাছে বড় একটা সে থাকিত না,—তাঁহাকে ভয় করিত। ভয় করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বালিকার উপর গৃহিণীর আর সে বীতরাগ নাই,—তিনি এখন তাহাকে স্নেহ করেন। নীরদা নইলে এক্ষণে তাঁহার চলে না। নীরদা হিসাব রাখে—চিঠিপত্র লেখে। নীরদা ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে—যেখানকার যা' তা' গুছাইয়া রাখে। নীরদা নইলে সংসার চলে না। এতদিন কিরূপে চলিয়াছিল গৃহিণী তাহাই ভাবেন।

আহারাদির পর অপরাহ্নে রমণীমোহন ডাকিলেন, "মা, গুহা দেখিবে এস।"

মা জিজ্ঞাসা কহিলেন, "গুহা কোথায়?"

রম। পাহাড়ের মাথায়।

মা। আমি অতদূর উঠ্‌তে পারব না।

রমু। পার্‌বে বই কি—বেশ ধাপ বাঁধান আছে।

মা। না বাপু, মধ্যিখানে হয়ত আট্‌কে থাকব।

রম। যদি আটকাও তাহ'লে আমি কাঁধে করে নিয়ে আসব।

মা। তুই আমায় তুল্‌তে পারিস?

রম। পারি বই কি—দেখ্‌বে?

মা। না, এখন দেখ্‌তে চাই না—মর্‌বার সময় দেখ্‌ব।

রম। ও-সব কথা রেখে দেও—এখন যাবে কিনা বল।

মা। চল্‌ তবে।

যখন গিন্নী চলিলেন তখন বামা ও নীরদাও চলিল। বালানন্দ স্বামীর চিরপ্রজ্বলিত ধুনির বিভূতি অঙ্গে মাখিয়া চারিজনে উপরে উঠিলেন। কিন্তু খানিকটা উঠিয়াই গৃহিণী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন রমণীমোহন হতাশ হইয়া বলিলেন, "তবে ফিরে চল।"

গৃহিণী বলিলেন, "তুই গুহা দেখে আয়—আমি এই তপনাথের মন্দিরে বসি।"

সেই কথাই স্থির হইল। বামা বলিল, "আমি গিন্নির কাছে বসি—তুমি নীরদাকে নিয়ে যাও।"

নীরদা রমণীমোহনের সঙ্গে যাইতে কেমন একটু লজ্জিত হইল। গৃহিণী বলিলেন, "তা' যাও না—তুমিও ত কখন দেখ নাই।"

নীরদা তখন রমণীমোহনের পিছু পিছু চলিল। পথে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিল না। নীরবে হেঁটমুখে পথ পানে চাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া রমণীমোহন দেখিলেন, গুহাদ্বার তালা-

বদ্ধ। তখন তিনি সন্নিকটবর্ত্তী প্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন। নীরদা নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণীমোহন বলিলেন, "নীরদা, ব'সো।"

নীরদা বসিল ; তবে পাশে নয় একটু দূরে।

ক্ষণপরে রমণীমোহন ডাকিলেন, "নীরদা—"

নীরদা একটু নড়িয়া বসিল।

রমণী। নীরদা, চেয়ে দেখ পৃথিবী কি সুন্দর! যতদূর দেখা যায় ততদূর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে। পাহাড় আকাশের গায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে—দূরে পৃথিবী আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। আহা, কি সুন্দর! নীরদা, এমনি ভাবে এইখানে যদি আমরা চিরদিন থাকিতে পাই!

নী। নীচে যাই—অনেকক্ষণ এসেছি।

র। না, নীরদা—এখন নীচে যাব না। এইখানে তোমার পাশে ব'সে পৃথিবীর পানে চেয়ে থাকব। চেয়ে দেখ, নীরদা, আমাদের চারিদিকে পৃথিবী—পৃথিবীর চারিদিকে পৃথিবী। উপরে—পৃথিবী-আলিঙ্গনেচ্ছু নীলাকাশ। এই আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে শুধু তুমি আর আমি।

নীরদা কাঁপিতে লাগিল—কেন তা' জানি না, কিন্তু

সে কাঁপিতে লাগিল। নীরদা, পৃথিবী আকাশ কিছুই দেখিল না—রমণীমোহনের পানেও চাহিল না,—নীরবে অধোমুখে বসিয়া শুধু কাঁপিতে লাগিল।

রমণী। চেয়ে দেখ, নীরদা, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে শুধু তুমি আর আমি। উপরে নীলাকাশ—নীচে সবুজকায় পৃথিবী—মধ্যে তুমি আর আমি। নীরদা, তুমি আমার পাশে চিরদিন থাকিবে?

নীরদা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে গমনোদ্যোগী দেখিয়া রমণীমোহন বলিলেন, "যেও না, নীরদা—আমায় ছেড়ে যেও না। আর কোন দিন হয়ত তোমাকে আমার মনের ভাব এমন ক'রে বুঝাতে পারুব না। আমি ভাবি, নীরদা, তোমাকে যদি আমার পাশে চিরদিন পাই তা' হ'লে জীবন কি সুখের হয়!"

লজ্জা ও আনন্দে নীরদার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল,—সমুন্নত শিলাখণ্ড অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীর পবন, নীরদার অলকগুচ্ছ ও বস্ত্র কাঁপাইতে লাগিল। রমণীমোহন দেখিলেন, নীরদার কেশগুচ্ছ কাঁপিতেছে—দেহ কাঁপিতেছে। তিনি বলিলেন, "নীরদা, যতদিন পৃথিবী ধ্বংস না হয়, আকাশ না ভাঙ্গিয়া পড়ে, ততদিন তোমাতে আমাতে চিরসম্বন্ধ। তুমি পৃথিবী—আমি

আকাশ,—কোটি লোচনে নিরন্তর আমি তোমার পানে চাহিয়া থাকি। সংসারে থাকিয়া—সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া তোমাকে ছাড়া আমি যে আর কিছু দেখি না। তুমি যেখানেই কেন থাক না তোমাকে আমি নিরন্তর দেখিতে পাই। নীরদা, তুমি আমার সর্ব্বময়ী—আমার সর্ব্বেশ্বরী।"

নীরদা আর দাঁড়াইতে পারিল না—বসিয়া পড়িল। ভূকম্পনে বসুধা যেমন কাঁপে, নীরদা তেমনই কাঁপিতে লাগিল। রমণীমোহন বলিলেন, "আমি জানি নীরদা, তুমি আমাকে ভালবাস। ভালবাস বলিয়াই তোমাকে এত কথা বলিলাম। নতুবা প্রণয়ের কথা কখন আমার মুখে শুনিতে পাইতে না। স্থির জানিবে নীরদা, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

নীরদা একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বাক্য স্ফূরণ হইল না। রমণীমোহন বলিলেন, "কি বলিতে-ছিলে বল নীরদা।"

দুই চারিবার গলা পরিষ্কার করিয়া অনেক চেষ্টার পর নীরদা বলিল, "আপনি জানেন না আমি কে।"

রম। তোমার পরিচয় জানিতে চাই না—আমি জানি শুধু—তুমি নীরদা। অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন নাই।

নী। আমি—

রম। তুমি কি?

নী। আমি বেশ্যাপ্রতিপালিতা।

রম। তবে এখন হইতে আমি বেশ্যাকে ভালবাসিব—যে তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছে তাহাকে ভক্তি করিব।

নী। আমার জাতি নাই।

রম। ধর্ম্মই জাতি। আচার ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি লইয়াই জাতি। ব্রাহ্মণ বা দেবকুলে তোমার মত কয়টা আছে নীরদা?

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "মা ঠাকুরুণ নেমে গেছেন, আপনারা নীচে আসুন। তিনি ব্যস্ত হ'য়েছেন।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রমণীমোহন নীরদাকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। ফিরিবার সময় কেহ কাহারও সহিত কথা কহিল না। গম্ভীর জলদখণ্ডের পিছু পিছু বিদ্যুতের ন্যায় নীরদা রমণীমোহনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

যখন রমণীমোহন শেষ সোপানের উপর উপস্থিত তখন তিনি একবার পিছন ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী দ্রুতপদে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের পিছনে পিছনে আসিতেছে। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি নীরদার উপর। নীরদাকে ছাড়া সন্ন্যাসী আর কিছুই দেখিতেছিল না।

সন্ন্যাসীর বয়স বেশী নয়—পঞ্চাশের মধ্যে হইবে। তবে জটাভার বড় কম নয়। তপ্তকাঞ্চন গৌর বরণের উপর জটাভার বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সন্ন্যাসীর পরিধানে কৌপীন—হাতে চিমটা।

রমণীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চান?"

সন্ন্যাসী কোন উত্তর না করিয়া নীরদার পানে চাহিয়া রহিল। রমণীমোহনের ভয় হইল; ভাবিলেন, সন্ন্যাসী বুঝি বালিকাকে কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। তিনি তখন ত্বরিত পদে নীরদাকে লইয়া যেখানে গৃহিণী ও বামা অপেক্ষা করিতেছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, বাবা?"

"দেখ না মা, একজন সন্ন্যাসী আমাদের পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে।"

দুইজন দ্বারবান্ অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী সদলে গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে।

গাড়ী যখন মধ্য পথে, তখন রমণীমোহন সবিস্ময়ে দেখিলেন, গাড়ির পিছু পিছু সেই সন্ন্যাসীটা ছুটিয়া আসিতেছে। রমণীমোহন বলিলেন, "মা, সন্ন্যাসী আস্‌ছে।"

"কোথা রে?"

"গাড়ীর পিছনে।"

"ওমা, এমন সন্ন্যাসীত কখন দেখিনি।"

তারপর অন্ধকার হইয়া আসিল—সন্ন্যাসীকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

পরদিন প্রভাতে রমণীমোহন দেখিলেন, বাসার দ্বার-সন্নিকটে সেই সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি একটু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু এবার পিছাইলেন না—অগ্রসর হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি প্রয়োজন?" সন্ন্যাসী সে কথার কোন উত্তর না করিয়া পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কাল যে মেয়েটি দেখিয়াছিলাম সে মেয়েটি কই?"

রমণী। মেয়েটি যেখানেই থাকুক না কেন তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি?

স। প্রয়োজন না থাকিলে তোমাদের উত্ত্যক্ত করিব কেন? একবার তাহাকে লইয়া এস, ভাল করিয়া দেখিব।

র। দেখিতেছি তুমি ভণ্ড, অধার্ম্মিক।

স। কতকটা বটে। কিন্তু মেয়েটি কই?

র। তাহাকে দেখিতে পাইবে না।

স। ভাল, দেখিতে না দেও, একটা কথার উত্তর দেও।

র। যাহা বলিতে হয় শীঘ্র বল।

স। মেয়েটি তোমার কে হয়?

র। মেয়েটি? মেয়েটি আমার ভগিনী।

স। সত্য বল—প্রবঞ্চনা করিও না।

র। মিথ্যা বলি নাই;—মেয়েটি ভগ্নীস্বরূপ আমার গৃহে প্রতিপালিত হইতেছে।

স। মেয়েটি তবে তোমার প্রতিপালিতা ভগ্নীমাত্র?

র। হাঁ।

স। কোথায় তাঁহাকে পাইয়াছ?

র। তোমাকে কেন এত পরিচয় দিতে যাব?

স। ঈশ্বরের দিব্য—তোমার গুরুর দিব্য, বালিকাকে কোথায় পাইয়াছ বল।

রমণীমোহন কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে বামা দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওমা, আবার সেই সন্ন্যাসীটা এসেছে গো। দরওয়ানগুলো কি কর্‌ছে। বেটারা কেবল ডালরুটি খাবে, আর ষাঁড়ের মত গলা বার করে ভজন গাইবে। উঠে আয় বেটারা; বাছাকে কি শেষ কালে সন্ন্যাসীর হাতে চিম্‌টের খোঁচা খেতে হ'বে! হতভাগা সন্ন্যাসী! হাতে চিম্‌টে নয়ত যেন লোহার লাঠি।"

বামার এই তর্জ্জন গর্জ্জনের ফলে দ্বারবান্‌ কর্ত্তৃক সন্ন্যাসী বিতাড়িত হইল। যাইবার সময় সন্ন্যাসী বলিয়া গেল, "মেয়েটিকে আমি যেমন করিয়া পারি দেখিব— কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর শেষ কথাটা রমণীমোহনের প্রাণে বড়ই বিঁধিল। তিনি ভাবিলেন, "বাধা দিয়া রাখিতে পারিব না? যদি না পারি তা' হ'লে ত সন্ন্যাসী নীরদাকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু বাধা দিবার আমি কে? আমার

অধিকার কি? নীরদা যে আমার কেহ নয়! হা ভগবান, আমিও যে নীরদার কেহ নই।"

সেই দিবস সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে গৃহিণী পাণ্ডার সঙ্গে মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলে রমণীমোহন বামাকে ছাদের উপর ডাকিলেন। তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্ধকার হয় নাই। তামসী, ঝোপের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়া সূর্য্য ডুবিল কি·না দেখিতেছে।

উভয়ে উন্মুক্ত ছাদে পশ্চিম-মুখী হইয়া বসিল। রমণী-মোহন ডাকিলেন, "ঝি-মা!"

বামা। কি বাবা?

রম। তোমায় একটা কথা বলিব।

বামা। কি বল্‌বে বল্।

কিন্তু রমণীমোহন কিছু বলিতে পারিলেন না—নীরব রহিলেন। বামা একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই অমন কর্‌ছিস কেন?—কি বল্‌বি বল্।"

রমণী বলিলেন, "যাহার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে সে নাকি তাহার পিতার সঙ্গে দেওঘরে আসিয়াছে?"

বামা। হাঁ, এসেছে।

রম। ঝি-মা. আমি বিবাহ করিব না।

বামা। সে কি রে!

রম। ঝি-মা, আমি বালক নহি,—আমি কাহাকেও বিবাহ করিব না।

বামা। তা' কি কখন হয় রে পাগ্‌লা?

রম। তবে যদি—

বামা। তবে কি?

রম। তবে যদি কখন নীরদাকে পাই তা'হলে বিবাহ করিব।

বামা। ওমা, আমি কোথায় যাব! তুই নীরদাকে বুঝি ভালবাসিস্?

রম। ভালবাসি কিনা জানি না, কিন্তু নীরদাকে একদণ্ড না দেখিলে আমি থাকিতে পারি না।

বামা। তোর পেটে এত বিদ্যে!

রম। ঝি-মা, কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিও না।

বামা। এযে হাস্‌বারই কথা রে, ক্ষেপা। নীরদার সঙ্গে কি তোর বিয়ে হ'তে পারে?

রম। কেন হ'তে পারে না, ঝি-মা?

বামা। নীরদার যে জাতকুল কিছুই জানা নাই।

রম। জানা না থাক্‌লে ক্ষতি কি?

বামা। নীরদা যদি একটা হাড়ি-ডোমের মেয়ে হয়?

রম। হাড়ি-ডোমের মেয়ে! ব্রাহ্মণের ঘরে, দেবতার ঘরে অমন একটা মেয়ে বার কর দেখি। তুমিও জান সে হাড়ি-ডোম নয়।

বামা। আমি কেমন করে জান্‌লুম রে?

রম। হাড়ি-ডোমের মেয়ে হ'লে তুমি কি তা'কে বুকে করে রাখ্‌তে?

বামা। আহা, সে যে অনাথা।

বামার কণ্ঠ কাঁপিল। সে আর বসিল না—প্রস্থানোদ্যতা হইল। রমণীমোহন ডাকিলেন, "ঝি-মা!"

বামা। আবার কি?

রম। মাকে বলিবে?

বামা। কি বল্‌ব রে? তুই যেমন ক্ষেপা, এ কথা কি কাহাকেও বল্‌তে আছে।

রম। না বল্‌লে চল্‌বে না। বৈদ্যনাথ সাক্ষী—আমি নীরদাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।

বামা। ওমা, তুই সত্যি ক্ষেপেছিস্ না কি? নীরদাকে বিয়ে কর্‌লে তোর যে জাত যাবে।

রম। নীরদার চেয়ে কিছু জাতি বড় নয়। জাতি, সমাজ রসাতলে যাউক—আমি নীরদাকে বিবাহ করিব।

বামা এবার রাগিল; একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,

"তোমার কাছে জাতটা বড় না হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে বড়।"

রম। আমার সুখ-শান্তির চেয়েও কি জাতটা বড় হ'ল?

বামা। তোমার মায়ের সুখ-শান্তির চেয়ে কি তোমার নীরদা বড় হ'ল?

বামা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গর্‌গর্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

কথাটা ছাপা রহিল না—প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রমে গিন্নির কাণে উঠিল। তিনি তখন ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বামাকে খুব এক চোট্‌ লইলেন। বামার অপরাধ, সে কেন নীরদাকে ঘরে স্থান দিয়াছিল? বামা যখন আবার মুখ ধরিল তখন গৃহিণী সেদিকে সুবিধা নয় দেখিয়া নীরদার উপর পড়িলেন। দাসীপদের যে উপযুক্ত নয় সে পুত্রবধূ হইবে? কখনই নয়। গৃহিণীর প্রাণ থাকিতে তা' হবে না।

দুই দিন ধরিয়া নীরদার উপর তাড়না ভৎর্সনা সমভাবে চলিতে লাগিল। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, সে দুইদিন কাকপক্ষী বাড়ীতে বসিতে পায় নাই। দুইটি বিড়াল প্রত্যহ আসিয়া ঝগড়া বাধাইত, কিন্তু সেই দুই দিন তাহারা আপোষে কলহ মীমাংসা করিয়া লইয়া নীরবে ভীতচিত্তে গৃহকোণে বসিয়া থাকিত। দাসীরা গম্ভীর বদনে গৃহিণীর সম্মুখে অবস্থান করিয়া অন্তরালে লুকাইয়া খুব হাসিত। দ্বারবানেরা ভাবিত, সেই সন্ন্যাসীটা আসিয়া বুঝি আবার জ্বালাতন করিতেছে। অতএব জটাভারযুক্ত কোন লোককেই তাহারা বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিতে দিত না। রমণী-মোহনও এই দুই দিন কদাচিৎ অন্দর মহলে দর্শন দিতেন।

আর নীরদা? নীরদা মানুষকে আর মুখ দেখাইত না। রান্না মহলে একটা ছোট অপরিস্কার ঘর ছিল। তাহারই মধ্যে নীরদা দিবারাত্রি পড়িয়া থাকিত, আর কাঁদিত। নীরদা আহার করিত না—ঘুমাইত না। নীরদা দিবারাত্রি একই কথা ভাবিত। সে ভাবিত, “ছি,ছি, কি লজ্জার কথা! তিনি কেন এমন কথা ঝি-মার কাছে বলিলেন? আমি ত বেশ ছিলাম। তিনি যে

বাড়ীতে থাকেন আমিও সে বাড়ীতে থাকিতে পাইতাম—তিনি যে স্থান দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন আমি সে স্থান দেখিতে পাইতাম—তিনি আমাকে দেখিতেন তাহাও আমি বুঝিতে পারিতাম। এর চেয়ে আর কি সুখ আছে? আমার চেয়ে কে সুখী ছিল?"

নীরদা কখন ভাবিত, "সত্যই আমি এ দেব-গৃহে দাসী হইবার উপযুক্ত নই। আমি একটা নগণ্য কীট—আর তিনি কত—কত বড়। একদিন তাঁহারই হাতে ভিক্ষা পাইয়াছিলাম, তাই আজ আমার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু—ছি ছি, কি লজ্জার কথা! তিনি কেন ঝি-মাকে এমন কথা বলিলেন! মানুষকে মুখ দেখাতে আমার যে লজ্জা হ'চ্ছে?"

বামা শুনিল, নীরদা দুই দিন খায় নাই। তাহার প্রাণ একটু কাঁদিল; কিন্তু নীরদার মুখ দেখিতে আর তাহার প্রবৃত্তি নাই। নীরদা সর্ব্বনাশিনী—রূপ লইয়া মোহনের মন ভুলাইয়াছে। দাসীরা সকলে বুঝিল, বামা যখন চটিয়াছে তখন এ বাড়ী হইতে নীরদার অন্ন উঠিয়াছে। সকলে এ কথাটা বুঝিল, কিন্তু নীরদা বুঝিল না;—সে মাটি কামড়াইয়া অনাহারে পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় দিন প্রভাতে গৃহিণী জনৈকা দাসীর দ্বারা

নীরদাকে বলিয়া পাঠাইলেন. "এ বাড়ী হ'তে তুমি চ'লে যাও।"

দাসীর নাম রাধিকা—লোকে রাধি বলিয়া ডাকিত। তাহার রূপ না থাকিলেও বয়সটা আছে। সে নীরদার উপর ভারি চটা। নীরদা আসা অবধি কেহ তাহার পানে ফিরিয়া চায় না। এক্ষণে নীরদাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে সে সানন্দে অগ্রসর হইল।

রাধি গিয়া দেখিল, নীরদা আপাদমস্তক বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া মাটীর উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তখন কার্ত্তিক মাস—অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে; কিন্তু নীরদাকে কেহ একখানা গাত্রবস্ত্র দেয় নাই।

ক্ষুধায়, পিপাসায় নীরদার প্রাণ যাইতেছিল, কিন্তু কেহ এক বিন্দু জল দেয় নাই। নীরদা যে ঘরটায় পড়িয়াছিল সে ঘরটার ভিতর কেহ একবার উঁকি মারিয়া দেখে নাই। অভাগিনী নীরদা কখন বসিত, কখন শুইত—এক ফোঁটা জলের জন্য ছটফট করিত।

রাধি গিয়া বলিল, "ওগো উঠ গো উঠ—আর এ বাড়ীতে কেন? ঢের হয়েছে—এখন মানে মানে সরে পড়।"

নীরদা পড়িয়া রহিল—উঠিল না। রাধি এবার সুর

চড়াইয়া বলিল, "এক কোঁটা ছুঁড়ি, ভেতর ভেতর এত বিদ্যে। গিন্নি-মা দরওয়ান দিয়ে তোকে তাড়িয়ে দিতে বলেছেন। এখনও মানে মানে উঠ্ বল্‌ছি।"

নীরদা এবার উঠিয়া বসিল। রাধির পানে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি, মা আমাকে তাড়িয়ে দিতে বলেছেন?"

রাধি। সত্যি নয়ত আমি কি তীর্থি ঠাঁই তোর কাছে মিছে বল্‌তে এলুম। মরণ আর কি ছুঁড়ির।

নীর। আমি—আমি কোথায় যাব?

রাধি। তোমার আবার জায়গার ভাবনা কি? রাস্তায় যেতে যেতে এখনি কত জায়গা জুটিয়ে নিতে পার্‌বে।

নীরদা কথাটা ঠিক বুঝিল না। বুঝাইয়া দিবার জন্য রাধি ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে হাত নাড়িয়া বলিল, "তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে; তাই বেচে রাস্তায় রাস্তায় খাবে দাবে বেড়াবে। তোমার আবার ভাবনা কি? এখন উঠ।"

কিন্তু নীরদা উঠিল না। তখন রাধি বলিল, "কি, দরওয়ান ডাক্‌তে হবে নাকি?" নীরদা কাঁদিতে কাঁদিতে মাটির উপর শুইয়া পড়িল। তখন রাধি চটিয়া উঠিয়া সত্য সত্যই দ্বারবান্ ডাকিতে চলিল।

দ্বারবান্ চোবে মহাশয় তখন এক ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে বসিয়া চূণ সংযোগে দোক্তা বানাইতে ছিলেন। রাধি গিয়া ডাকিল, "চোবে, একবার বাড়ীর ভিতর এস— গিন্নি-মার হুকুম।"

কার্য্যে বিরত না হইয়া চোবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহে?"

রাধি। একটা ছুঁড়িকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিতে হ'বে।

চোবে। সন্ন্যাসী ফিন্ আয়া?

রাধি। না গো না; একটা মেয়েকে তাড়াতে হ'বে।

চোবে। কিসি কো?

রাধি। নিরিকে।

চোবে মহাশয় তখন দোক্তা ও চূণ, ওষ্ঠ ও দন্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া এক গাছা বৃহৎ যষ্টি গ্রহণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তল্‌ওয়ার লেগা?"

রাধি বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "নিরির মত এক ফোঁটা ছুঁড়িকে বার করে দিতে তল্‌ওয়ার কি হবে রে, পোড়ার মুখো?"

কথাটা রমণীমোহনের কাণে গেল। তিনি বৈঠক-খানায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বাহির হইয়া হাঁকিলেন, "দরওয়ান!"

"হুজুর!"

"রাধিকো পাক্‌ড়ো।"

রাধি পলাইবার সময় পাইল না—চোবে মহাশয় ভীম দর্পে তাহাকে পাক্‌ড়াও করিলেন।

"রাধি!"

রাধি তখন কাঁপিতেছিল—প্রভুও তাই। তবে একজন ভয়ে—আর একজন রাগে।

"রাধি!"

"আজ্ঞে আমি কিছু জানি না।"

"তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই নীরদাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিস্?"

"দোহাই দাদা বাবু, আমি কিছু জানি নে।"

"দরওয়ান, ইস্কো গর্দ্দানা পাকাড়কে হিঁয়াসে নিকাল দেও।"

"দোহাই দাদাবাবু।"

দাদাবাবু সেখানে আর দাড়াইলেন না। তিনি বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে অন্দর মহলে উপনীত হইলেন; এবং বৈশাখী মেঘের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "ঝি-মা!"

দাস-দাসী ভীতচিত্তে যে যেখানে পারিল পলায়ন

করিল। দাদা বাবুর রাগ তাহারা আর কখন দেখে নাই। রাধির নির্য্যাতন দেখিয়া ভৃত্যেরা বুঝিয়াছিল, গৃহে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে।

রমণীমোহন আবার ডাকিলেন, "ঝি-মা!"

বামা স্নানান্তে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া মাথা মুছিতেছিল। এমন সময় রমণীমোহন ডাকিলেন, 'ঝি-মা!' বামা ত্বরিত-পদে অগ্রসর হইয়া মোহনের সম্মুখীন হইল।

বামা দেখিল, মোহনের অশ্রুসিক্ত চক্ষুর্দ্বয় সলিলোপরি পদ্মের ন্যায় ভাসিতেছে—দেহযষ্টি বায়ু-তাড়িত পতাকার ন্যায় কাঁপিতেছে। নাসিকা ফুলিয়া উঠিতেছিল—ওষ্ঠ কাঁপিতেছিল। বামা একটু ভীত, একটু উদ্বিগ্ন হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিতেছ কেন?"

দুই দিন পরে উভয়ের মধ্যে আজ এই প্রথম কথা। দেখাও এই প্রথম; কেহ কাহারও সাক্ষাতের অভিলাষী ছিল না। রমণীমোহন উত্তর করিলেন, "তোমরা নাকি নীরদাকে বাড়ী হ'তে তাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছ?"

বামা। আমি ও-সব কিছু জানি না, বাপু।

রম। তা'র অপরাধ কি?

বামা। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করগে।

রম। যদি অপরাধ কেহ করিয়া থাকে তবে আমিই

করিয়াছি। আমার অপরাধে কেন নিরপরাধা অনাথাকে তাড়াইবে?

বামা। তবে তা'কে বউ করে ঘরে রাখ্‌তে হবে নাকি?

রম। বউ না কর, গৃহে আশ্রয় ত দিতে পার।

বামা। এ অবস্থায়—এত ঘটনার পর তা'ও হতে পারে না।

রম। তবে সে কোথায় দাড়াবে?

বামা। কেন, যেখানে ছিল, সেইখানে।

রম। সে কোথায়?

বামা। পথে।

রম। পথে! নীরদা পথে দাঁড়াইবে? যাহাকে আমি বধূ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি সে পথে দাঁড়াইবে?

বামা। ওরে বাপ্‌রে! এরই মধ্যেই এত?

রম। শুন, বামা—আমাকে রাগাইও না। নীরদা আমার সহধর্ম্মিণী, নীরদা আমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনী। আমি বাচিয়া থাকিতে নীরদা কখন পথে দাঁড়াইবে না। যদি দাঁড়ায় তা'হলে আমিও—

কথাটা আর শেষ হইলনা—গৃহিণী আসিয়া পড়িলেন। রমণীমোহন মায়ের পানে না চাহিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন।

শেষের কথা কয়টা রমণীমোহন উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন। নীরদার কাণেও তাহা পৌঁছিল। সে ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলই ভুলিয়া গেল।

বামা ভাবিল,—"এতদিন পরে 'ঝি-মা' বামা হইল! কেন এ পোড়াকপালীকে গৃহে স্থান দিয়াছিলাম?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০০:—

সমস্ত দিন বাড়ীতে কাহারও অন্নাহার হইল না। ছেলে খাইল না; সুতরাং মাও খাইতে পারে না। তখন বাড়ীর দাস দাসীরাও মুখে ভাত তুলিতে পারিল না।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। বামা তাহা বুঝিল। কিন্তু সে কি করিবে? নীরদার সহিত রমণীমোহনের বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহ ত দূরের কথা, অবস্থা যে রকম দাড়াইয়াছে তাহাতে তাহাকে গৃহে রাখাও অকর্ত্তব্য। নীরদাকে স্থানান্তরিত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু তা'তেও বড় গোল। বামা ভাবিয়া কূল পাইল না।

গৃহিণীর সম্বল—তর্জ্জন গর্জ্জন। তার বড় ত্রুটি হইল না। তবে পৃথিবীর যেমন শেষ আছে, তর্জ্জন গর্জ্জনেরও তেমনই শেষ আছে। মনঃকষ্টে, অনাহারে গৃহিণী অকালে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

তখন বামা আসিয়া প্রবোধ দিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, "আমাকে প্রবোধ দিবার কি আছে বামা? যে আমার সংসারের একমাত্র অবলম্বন, সে-ই যখন অবাধ্য হ'ল তখন আমাকে সান্ত্বনা দিবার কি আছে?"

গৃহিণী চক্ষে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বামা বলিল, "অমন কথা বল না,—ছেলে কখন তোমার অবাধ্য নয়। অনেক পুণ্যি করলে লোকের অমন ছেলে হয়।"

গৃ। অবাধ্য নয়? তুমি কি বলছ, বামা?

বা। তোমার কোন্ কথাটার অবাধ্য হ'য়েছে?

গৃ। কথায় না হ'ক কার্য্যে ত হয়েছে।

বা। কার্য্যে? কোন্ খানটায় বল দেখি।

গৃ। সে কেন নিরি পোড়ারমুখীকে বিয়ে করতে চায়?

বা। বিয়েত সে আর করে ফেলে নি! তুমি অনুমতি দাওনি—সেও বিয়ে করে নি।

গৃ। আমি বেশ সুখে ছিলাম, মোহন কেন আমার সে সুখ নষ্ট করলে?

বা। মোহন কিছু করে নি, ওই ডাইনি ছুঁড়িটাই করেছে।

তখন উভয়ে মিলিয়া নীরদার উপর পড়িল। গালাগালির বাকি রহিল না। যখন অভিধান শেষ হইল তখন কিরূপে নীরদাকে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিন্তু কোন পরামর্শই বামার মনোমত হইল না। তখন গৃহিণী বামাকে ছাড়িয়া সুখি নাম্নী একজন বৃদ্ধা দাসীর শরণাপন্ন হইলেন। দাসী বলিল, "ভাবনা কি আমি নীরিকে সরাইতেছি।"

গৃহিণী পুলকিত চিত্তে তাহাকে সঙ্গে লইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া অনেক পরামর্শ চলিল। পরামর্শান্তে গৃহিণী প্রচার করিলেন, "অদ্য রাত্রির গাড়ীতে আমরা দেশে ফিরিব।"

তখন গৃহে সাজসজ্জার ঘটা পড়িয়া গেল। বাক্স-তোরঙ্গ, বিছানা-বাসন বাঁধিবার হুড়াহুড়ি লাগিল। সেই উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যে গৃহিণী ও বামা শতবার মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, "মোহন যাইবে ত?"

মোহন অবাধ্য নয়,—সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল

কিন্তু নীরদা? নীরদার কথা সকলের মনে উদয় হইল। বামা, গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "নীরদা কোথায় থাকবে?"

গৃহিণী পরামর্শের কথা গোপন রাখিয়া বলিলেন, "দেখি কি হয়।"

বামা বুঝিল গৃহিণীর একটা মতলব আছে। সেটা যে কি, বামা তাহা বুঝিল না। যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন সুখি দাসী, নীরদার কাছে গিয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইল। চো'খে মুখে জল দিয়া তাহাকে কিছু খাওয়াইল। অনেক আহা-উহু, অনেক আত্মীয়তা করিল। নীরদা গলিয়া গেল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হইল তখন সুখি বলিল, "আজ আমরা দেশে যাচ্ছি।"

নীরদা জিজ্ঞাসা করিল, "আর আমি?"

দাসী উত্তর করিল, "তুমিও যাবে বই কি।"

নীরদার মুখ প্রফুল্ল হইল। তাহার অন্তরে অন্তরে দুইটি কথা গাঁথা ছিল,—"নীরদা আমার সহধর্ম্মিণী— নীরদা আমার সুখদুঃখভাগিনী।" কথা দুইটি নিরন্তর তাহার মনোমধ্যে জাগিতেছিল। নীরদার মত সুখী কে?

সুখি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি ঠাকুর দেখেছ?"

নীর। কোন্ ঠাকুর?

সুখি। কোন্ ঠাকুর আবার? বাবা বৈদ্যনাথ।

নীর। না, দেখা হয় নাই।

সুখি। চল, যাবার আগে আমরা চুপি চুপি ঠাকুর দেখে আসি।

নীর। সময় হ'বে?

সুখি। ঢের—আদ্ধেক রাতে গাড়ী।

নীর। রাত্রে ঠাকুর দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

সুখি। রাতেই ত ঠাকুরকে শিঙ্গার বেশে সাজায়। শুনেছি, সেই সময়, ঠাকুরের কাছে যে যা কামনা করে তা'র তাই সিদ্ধ হয়।

নীরদা ভাবিল, আমারও কি তাই সিদ্ধ হ'বে? নীরদা উঠিল। উভয়ে নিঃশব্দে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর দেখিয়া নীরদার প্রাণ ভক্তিতে গলিয়া গেল। সে কায়মনোবাক্যে বৈদ্যনাথের কাছে প্রার্থনা করিল, "ঠাকুর, তিনি যেন সুখী হ'ন।" এই 'তিনি' কে? নীরদার কাছে রমণীমোহন ব্যতীত দ্বিতীয় 'তিনি' জগতে নাই।

নীরদা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিল,—পার্শ্বে সুখি নাই। মন্দিরের ভিতর চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল,—কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। নীরদা ঝটিতি বাহিরে আসিল। কত দেশের কত লোক যাই-তেছে আসিতেছে, কিন্তু সুখি কই ? মঠের প্রাঙ্গণে, মন্দিরে মন্দিরে নীরদা তাহাকে কত খুঁজিল ; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না।

তখন নীরদা ক্লান্ত হইয়া মন্দিরেব দ্বার-সন্নিকটে এক স্থানে বসিল। নীরদা ভাবিল, সুখি হয় ত মন্দিরের ভিতর তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ভিতরে যাইবাব জন্য নীরদা একবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু এত ভিড় যে, অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন স্থির করিল, “বাসায় ফিরিয়া যাই ; কিন্তু এতটা পথ কেমন করিয়া অন্ধকারে একা যাইব ? নীরদা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। একটি যুবক নিকটে দাড়াইয়াছিল, সে তাহা লক্ষ্য করিল।

যুবক, বীরভূম অঞ্চলের কোন বিশিষ্ট জমিদারের পুত্র। নাম রত্নেশ্বর। তিনি সম্প্রতি মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছিলেন। অশিক্ষিত ধনবান্ যুবকের চরিত্র ও নীতি সচরাচর যেমন হইয়া থাকে রত্নেশ্বরেরও

তেমনই ছিল। তিনি কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আজ দেওঘরে আসিয়াছিলেন। পরে সন্ধ্যাকালে—দেবতা দেখিতে না হউক—মন্দির দেখিতে মঠে আসিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নীরদাকে দেখিলেন। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন যে, নীরদা সঙ্গী হারাইয়াছে। তখন তিনি একটা মতলব স্থির করিয়া নীরদার সম্মুখীন হইলেন; এবং বলিলেন, "তোমাকে একটি স্ত্রীলোক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।"

নীরদা লজ্জা খোয়াইয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

যুবক উত্তর করিল, "একটু আগে সড়ক ধরিয়া গিয়াছে। আমরা গাড়ীতে গেলে তাহাকে ধরিতে পারিব।"

নীরদা একটু ভাবিয়া দেখিল না—সে দ্রুতপদে যুবকের পিছু পিছু চলিল। উভয়ে মঠ ছাড়িয়া সড়কে পড়িল। তথায় একখানা গাড়ী যুবকের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যুবক গাড়ীর ভিতর নীরদাকে উঠাইয়া দিয়া নিজে কোচবাক্সে উঠিলেন। গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল।

দেড় ঘণ্টা পরে গাড়ী বৈদ্যনাথ জংসনে থামিল। তখন ষ্টেসনে ট্রেন আসিয়াছে। রত্নেশ্বর কোচবাক্স হইতে

লাফাইয়া পড়িয়া গাড়ীর দ্বার খুলিলেন। নীরদা জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কোথায় আসিয়াছি ?"

রত্নেশ্বর সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "শীঘ্র নামিয়া এস—ট্রেন আসিয়াছে।"

নীরদা নামিল বটে; কিন্তু রত্নেশ্বরের সঙ্গে ট্রেনে উঠিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। রত্নেশ্বর, নীরদার হাত ধরিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না। নীরদা ক্রুদ্ধা রাজহংসিনীর ন্যায় গ্রীবা বাকাইয়া সরিয়া দাড়াইল; এবং বলিল, "তুমি মিথ্যা বলিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছ।"

গোলমাল হইয়া পড়িল—ষ্টেসনের কর্ম্মচারীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। রত্নেশ্বর তখন সেখানে আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।—তিনি ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। কর্ম্মচারীরা নীরদাকে ঘিরিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নীরদা দুই একটার উত্তর দিল। কর্ম্মচারীরা তখন পরামর্শ স্থির করিয়া নীরদাকে একটা খালি বাসায় লইয়া গিয়া তুলিলেন। বাসাটি জনৈক কর্ম্মচারীর। তাঁহার পরিবার সঙ্গে ছিল না, তিনি একাকী তথায় বাস করিতেন। নীরদা ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া সর্পবিবরে প্রবেশ করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—o—

সন্ধ্যার পর অন্ধকার একটু গাঢ় হইয়া আসিলে গৃহিণী ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েকখানা গাড়ী পূর্ব্বে আনীত হইয়াছিল, এক্ষণে সকলে গাড়ীতে উঠিল। অন্ধকারে কে কোথায় উঠিল রমণীমোহন তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি একাকী একখানা গাড়ীতে উঠিলেন।

দেওঘর ষ্টেশনে আসিয়া রমণীমোহন জানিতে পারিলেন, নীরদা আসে নাই। নীরদা কোথায় গেল? রমণীমোহন সেই গাড়ীতে উঠিয়া আবার বাসায় ফিরিলেন। সেখানে ঘর দ্বার পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলেন; কোথাও নীরদাকে পাইলেন না। তখন ফিরিয়া আবার ষ্টেশনে আসিলেন।

সেখানেও নীরদা নাই। রমণীমোহন উদ্বিগ্নচিত্তে জনৈক ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদা কোথায়?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "তানাকে ত সুখির সঙ্গে দেখেছিলাম!"

রম। সুখির সঙ্গে? কখন?

ভৃত্য। সাঁজের বেলা।

রম। কোথায় দেখেছিলি ?

ভৃত্য। আমি যখন গাড়ী ঠিক করে বাজার হ'তে আস্‌ছিলাম তখন দুজনে বাজারের দিকে যাচ্ছিল।

রম। সুখিকে ডাক্।

সুখি আসিল। নীরদাকে মন্দিরে রাখিয়া সে বরাবর ষ্টেশনে আসিয়াছিল। এক্ষণে তলব পাইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে রমণীমোহনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে পূর্ব্বে ভাবে নাই যে, তাহার চক্রান্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এক্ষণে সে ক্রুদ্ধ সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিল, "কেন দুই টাকার লোভে এমন কাজ করেছিলাম।"

রমণীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদা কোথায় ?"

সুখি। আমি—আমি—

রমণী। আমি জানি তুই তা'কে নিয়ে গেছিস ; কোথায় রেখে এসেছিস্ বল্।

উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সুখি বলিল, "মন্দিরে।"

রমণীমোহন সেখানে আর দাঁড়াইলেন না ;—ত্বরিত-পদে গাড়ীতে উঠিলেন। এমন সময়ে বামা আসিয়া ডাকিল, "মোহন, গিন্নি তোমায় ডাকিতেছেন।"

রমণীমোহন ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া বামার অনুসরণ করিলেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ?"

নিঃসঙ্কোচে মোহন উত্তর করিলেন, "নীরদার সন্ধানে।"

গৃ। আমরা একা থাকিব?

রম। আমি এখনি ফিরিব।

গৃ। তা হ'তে পারে না—গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব নাই।

রম। না হয় পরবর্ত্তী গাড়ীতে যাব।

গৃ। না; এই গাড়ীতেই যাব।

বামা গৃহিণীর কাণে কাণে বলিল, "এতটা জোর করা ভাল হয় না। যদি বাধন ছেড়ে?"

কিন্তু বাধন ছিঁড়িল না—রমণীমোহন মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করিলেন না। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে ডাকিলেন, "মা!"

গৃ। কি?

র। নীরদা বালিকা; এই বিদেশে—

গৃ। ভিখারিণীর আবার স্বদেশ বিদেশ কি?

র। সে কোথায় যাবে?

গৃ। কেন, যেখানে ছিল সেইখানে।

র। দুনিয়ায় তাহার আর স্থান নাই।

গৃ। তীর্থক্ষেত্রে ভিক্ষার অপ্রতুল হইবে না।

রমণীমোহন নিরুত্তর রহিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

এমন সময় পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণনয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু কোথাও নীরদাকে দেখিতে পাইল না। প্রত্যেক গাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল! কিন্তু কোথায় নীরদা?

সন্ন্যাসীর কার্য্য সকলেই লক্ষ্য করিল। গৃহিণী বুঝিলেন, সন্ন্যাসী কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তিনি সুখির কাণে চুপি চুপি বলিলেন, "সন্ন্যাসী মিন্‌সে নিরিকে খুঁজে বেড়াচ্চে। তাকে পেলে হয়ত কালীর সাম্‌নে বলি দেবে। তুই গিয়ে সন্ন্যাসীকে বল্‌গে, নিরি মন্দিরে আছে।"

সুখি জিজ্ঞাসা করিল. "সব ঠিক্ ঠিক্ বল্‌ব?"

গৃ। হাঁ রে হাঁ।

সুখি গিয়া সন্ন্যাসীকে তাহাই বলিল। সন্ন্যাসী আর কালবিলম্ব না করিয়া মন্দিরের দিকে ছুটিল। ষ্টেশন হইতে মন্দিরে যাইতে হইলে বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। সন্ন্যাসী যখন বাজারের ভিতর দিয়া

যাইতেছিল তখন একখানা গাড়ী দ্রুতবেগে তাহার কাছ দিয়া চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী দেখিল, গাড়ীতে একটী মাত্র স্ত্রীলোক আরোহী। দোকানের আলো শকটাভ্যন্তর আলোকিত করিতেছিল। তদালোকে সন্ন্যাসী আরোহীকে চিনিল। আরোহী নীরদা। সন্ন্যাসী তখন প্রাণপণশক্তিতে গাড়ীর পাছু পাছু ছুটিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পথ গেল; কিন্তু অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। গাড়ী সন্ন্যাসীকে দূরে ফেলিয়া চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী তবু বিরত হইল না। যে পথ ধরিয়া গাড়ী চলিতেছিল সন্ন্যাসী সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

সেই পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথ জংসনে আসিয়া পৌঁছিল। তখন রাত্রি এক প্রহর। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সন্ন্যাসী জানিল যে, একটী বালিকাকে কে তথায় ভুলাইয়া আনিয়াছিল। সন্ন্যাসী স্থির করিল, এই বালিকাই নীরদা।

কিন্তু নীরদা কোথায় আছে সন্ন্যাসী সহস্র চেষ্টাতেও জানিতে পারিল না। রেলকর্ম্মচারীরা তাহাকে এমনই লুকাইয়াছে যে, ষড়যন্ত্রকারীরা ভিন্ন অপর কেহ নীরদার সন্ধান অবগত ছিল না। সুতরাং সন্ন্যাসী কোন স্থানে তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

যখন রাত্রি দেড় প্রহর তখন সন্ন্যাসী, ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ধূনি নাই—শিষ্যও নাই;—সন্ন্যাসী একা অন্ধকারে বসিয়া রহিল।

রাত্রি গভীর—সব নিস্তব্ধ; আকাশ, পৃথিবীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছে—নক্ষত্র পৃথিবীর দুষ্কীর্ত্তি গণনা করিতেছে—গাছ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মানুষকে পাপে বিরত হইতে উপদেশ দিতেছে। এমন সময় সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত এক আর্ত্তনাদ উঠিল। সন্ন্যাসী সচকিতে উঠিয়া দাড়াইল; এবং যে দিক হইতে আর্ত্তনাদ আসিয়াছিল সেইদিকে ধাবিত হইল।

আবার আর্ত্তনাদ! সন্ন্যাসী বুঝিল, সন্নিকটস্থ এক গৃহ মধ্য হইতে আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। অগ্রসর হইয়া দেখিল, ভবনের দ্বার রুদ্ধ। প্রবেশের অন্য পথ নাই—চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর। কিন্তু সে উচ্চ প্রাচীরও সন্ন্যাসীর গতিরোধ করিতে পারিল না, সে অবলীলাক্রমে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে পড়িল। প্রাঙ্গণ অপ্রশস্ত; প্রাঙ্গণের সম্মুখে দুইটি ঘর। একটি ঘরে আলো জ্বলিতেছিল; কিন্তু কেহ তথায় নাই। দ্বিতীয় কক্ষ ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। সন্ন্যাসী পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, একটি বালিকার

উপর তিনটি নরকায় পশু অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু কেহই বালিকার অঙ্গস্পর্শ করিতে সাহসী হইতেছে না।—বালিকা গৃহকোণে দাড়াইয়া একমাত্র পিত্তলের ঘটী সাহায্যে ফেরুদলকে দূরে রাখিয়াছে।

সন্ন্যাসী বালিকাকে চিনিল। যাহাকে সে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, এই বালিকা সেই নীরদা। যে নীরদা একদিন বুড়ি ও দারোগার হাতে নীরবে নির্জীবের মত মার খাইয়াছিল আজ সেই নীরদা, ধর্ম্মরক্ষার্থ হস্ত আন্দোলনে তিনটা নরপশুকে দূরে রাখিয়াছে। কিন্তু নীরদা আর পারিতেছে না—অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; চৈতন্য বিলোপের আর বিলম্ব নাই।

নীরদাকে উদ্ধার করিতে সন্ন্যাসীকে বড় একটা কিছু করিতে হইল না। আক্রমণকারীরা ভয়েই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহারা দ্বারদেশে জটাজুটধারী দীর্ঘাকার সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখিল, তখন তাহারা নীরদাকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী, বালিকার অচৈতন্য-প্রায় দেহ বাহু মধ্যে ধারণ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—— ০ ——

রমণীমোহন, মায়ের আদেশ ঠেলিতে পারিলেন না,—গৃহে ফিরিতে হইল। গৃহ শূন্য—অন্ধকার। যে আলো নীরদা ছড়াইয়াছিল সে আলো নিবিয়া গিয়াছে।

মাতাপুত্রের মধ্যে আর সে সদ্ভাব নাই। রমণীমোহন মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া তেমন করিয়া আর শয়ন করেন না। মাতাও আগেকার মত স্নেহভরে 'মোহন' বলিয়া ডাকেন না। বামা আর সুখদুঃখের আশ্রয়স্থল ঝি-মা নয়—সে এক্ষণে দাসী মাত্র।

যত দিন যাইতে লাগিল ততই রমণীমোহনের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি কখন ভাবিতেন, "নীরদা হয়ত অনাহারে পথে পথে বেড়াইতেছে।" কখন ভাবিতেন, "নীরদা হয়ত তাঁহার প্রতীক্ষায় পথ পানে চাহিয়া আছে। আমি না গেলে নীরদা বাঁচিবে না; নীরদাকে না পেলে আমিও বাঁচিব না।" পর মুহূর্তেই ভাবিলেন, "কিন্তু কোথায় গেলে নীরদাকে পাইব? নীরদা কি আজও দেওঘরে আছে? (চিন্তান্তে) পৃথিবীর যেখানেই নীরদা থাকুক তাহাকে খুঁজিয়া আনিব। খুঁজিতে হ'লেত গৃহত্যাগ

করিতে হয়; গৃহত্যাগ করি কি করে? মা যাইতে দিবেন না। তাঁহার বিনানুমতিতে যাইতে পারি না। মাকে বলিয়া কলিকাতায় যাইতে পারি, তথা হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেওঘরে পলাইতে পারি। ছি ছি! মায়ের সঙ্গে প্রতারণা! তা' করিব না। তবে কি করিব? এক-দিকে মা, অপর দিকে নীরদা। কে বড়? মা বড়, না নীরদা বড়? মা বড়—সহস্রবার মা বড়। লক্ষ নীরদা মরিয়া যাউক—কোটি রমণীমোহনের হৃদয় চূর্ণিত হউক, মায়ের চোখে এক ফোঁটা জল পড়িতে দিব না।"

রমণীমোহন স্থির করিলেন,—মাকে কাঁদাইব না—মায়ের প্রাণে ব্যথা দিব না। নিজের প্রাণ রুদ্ধ যন্ত্রণায় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু নীরদার কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য আর মুখে আনিলেন না।

নীরদার কথা মুখে কেহই আনিল না, কিন্তু সকলেরই অন্তরে জাগিতে লাগিল। নীরদার কথা বামা, গৃহিণীর নিকট তুলিল না—গৃহিণীও বামার নিকট তুলিলেন না। নীরদার নাম সংসার হইতে মুছিয়া গেল।

কিছু কাল পরে রমণীমোহন এক দিন মাকে বলিলেন, "মা, একবার পশ্চিম বেড়াইতে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি।"

গৃহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়? দেওঘরে নাকি?"

রম। না; দেওঘরে আর যাব না।

গৃ। কেন?

রম। তুমি যে তা' পছন্দ কর না।

মায়ের প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আমি কেমন করিয়া তোমায় ছাড়িয়া থাকিব?"

রমণীমোহন বলিলেন, "আমায় ছাড়িয়া থাকিতে তুমি যদি কষ্ট পাও তবে যাব না।"

গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। মোহন যে অনেক দিন এমন মিষ্ট কথা বলে নাই! গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিনে ফিরিবে?"

রম। যত শীঘ্র পারি ফিরিব। তোমায় ছাড়িয়া কত দিন থাকিতে পারিব মা?

মায়ের প্রাণ স্নেহে উছলিয়া উঠিল। ক্ষণপরে রমণীমোহন ডাকিলেন "মা!"

"কি, বাবা?"

অনেক দিন পরে সেই আদরের ডাক। উভয়ের প্রাণ স্নেহ ও আনন্দে ভরিয়া গেল।

মা বলিলেন, "কি বলছিলে, বল।"

রম। বল্‌ব, মা?

গৃ। স্বচ্ছন্দে বল।

রম। মা, একবার তাকে খুঁজিয়া দেখিব?

গৃ। কাকে? নিরিকে?

রম। হাঁ।

গৃ। আজও তাকে ভুল নাই?

রম। কেমন করে ভুলিব মা? তাহাকে যে আশ্রয় দিয়া আশ্রয়চ্যুত করিয়াছি—আশ্বাস দিয়া আশ্বাস ভাঙ্গিয়াছি।

গৃ। (চিন্তান্তে) তুমি কি তাহাকে আবার এ গৃহে আনিতে চাও?

রম। না, তোমার বিনানুমতিতে আনিব না। কোন স্থানে তাহার অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া চলিয়া আসিব।

গৃ। সে ডাইনি ছুঁড়িটার নিকটে তুমি আর যাও, আমার তা' ইচ্ছা নয়।

রম। যদি নিষেধ কর তবে যাব না। কিন্তু মা, তোমার পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তোমার বিনানুমতিতে তাহাকে স্পর্শ করিব না, গৃহে আনিব না।

গৃহিণী পুলকিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন যে,

সন্ন্যাসী হয়ত নীরুকে এত দিনে বলি দিয়া থাকিবে কিম্বা ধর্ম্মভ্রষ্টা করিয়া থাকিবে। তখন অনুমতি দিতে আপত্তি কি? গৃহিণী বলিলেন, "মেয়েটাকে যদি কুলত্যাগী না দেখ, তা'হ'লে কোথাও তা'কে রেখে আস্‌তে পার।"

মায়ের পদবন্দনা করিয়া রমণীমোহন নীরদার অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওঘরে নীরদার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বৈদ্যনাথ জংসনে কিছু পাওয়া গেল, কিন্তু সে অতি সামান্য। সামান্য হইলেও রমণীমোহন সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া দেশ দেশান্তরে নীরদার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রমণীমোহনের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী নীরদাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব যেখানে তিনি সন্ন্যাসীদলের সন্ধান পান, সেইখানে নীরদার অন্বেষণ করেন।

রেলগাড়া ছাড়িয়া ঘোড়াগাড়ী, অবশেষে ঘোড়াগাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজে দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল। কিন্তু নীরদার কোন সন্ধান হইল না।

রমণীমোহনের সঙ্গে এক ভৃত্য ছিল। সে এমন করিয়া অনাহারে পথ হাঁটিয়া চলিতে বড়ই নারাজ হইল। আহার নিয়মমত জুটে না। যাহা জুটে তাহাও অতি কদর্য্য। ভৃত্য মহাশয় একদিন সুবিধা মত প্রভুর যথা-সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিলেন।

রমণীমোহন একা, নিঃসম্বল। একবার ভাবিলেন, গৃহে ফিরি। আবার ভাবিলেন, নীরদার সন্ধান না করিয়া গৃহে ফিরিব না। নীরদা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, আমিও তা'র মত দেশ দেশান্তরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। যা নীরদা সহিতে পারে আমিও তা' পারিব। নীরদা পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে, আর আমি রাজভোগে থাকিব? কখনই না। যত দিন না নীরদার সন্ধান পাই তত দিন গৃহে ফিরিব না।

রমণীমোহন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে বুক বাঁধিয়া নীরদার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিল। শীত গিয়া গ্রীষ্ম আসিল। রমণীমোহন

ভিক্ষা করিয়া এক বস্ত্রে জীবনপাত করিতে লাগিলেন।

এক দিন রমণীমোহন এক ধনীর দ্বারে দাঁড়াইয়া এক খানি বস্ত্র ভিক্ষা করিলেন। ধনী বস্ত্র দিল না, অধিকন্তু অপমান করিয়া বিতাড়িত করিল। রমণীমোহন বিষণ্ণ অন্তরে ভাবিলেন, 'না জানি আমার নীরদাকে আরও কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে।'

রমণীমোহন অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন। দেওঘর হইতে বাকুড়া অনেকটা পথ। রমণীমোহন এক দিন দামোদর নদের তীর বহিয়া চলিতে চলিতে এক সমৃদ্ধিশালী গণ্ড গ্রাম মধ্যে উপনীত হইলেন। গ্রামের নাম ইন্দ্রপুর। তথায় দেবালয়, অতিথিশালার অভাব নাই। গ্রামপ্রান্তে জমিদারের অট্টালিকা। অট্টালিকার সম্মুখে অতিথিশালা। রমণীমোহন অতিথিশালায় আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন।

কিন্তু আশ্রয় মিলিল না। লোকের এত ভিড় হইয়াছে যে, তথায় আর স্থান নাই। রমণীমোহন বাধ্য হইয়া সন্নিকটবর্ত্তী এক তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রমণীমোহন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত। শীতল ছায়ায় ভূশয্যায় শুইয়া সত্বর নিদ্রাভিভূত হইলেন। যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল

তখন অপরাহ্ন অতীত-প্রায়। উঠিয়া দেখিলেন, অতিথি-শালার দ্বার রুদ্ধ। ফিরিয়া আসিয়া অট্টালিকার দ্বারে ভিক্ষা চাহিলেন।

জমিদারের নাম অন্নদাপ্রসাদ সিংহ। তিনি ধনী হইলেও অতিথিকে কখন বিমুখ করেন না—জমীদার-পুত্র হইলেও তিনি মূর্খ ও স্বার্থপর ছিলেন না। তিনি ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান্; পরের দুঃখ দেখিলে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া তাহার দুঃখ বিমোচন করিতেন।

অন্নদা বাবুর বয়স বেশী নয়, পঞ্চাশৎ হইবে; তাঁহার স্ত্রী বিগত। এক মাত্র কন্যা তাঁহার সংসারের অবলম্বন। অবলম্বন ভিন্ন মানুষ সংসারে থাকিতে পারে না। যাহার কেহ নাই, সে নিজকে অবলম্বন করে। মুখে যাহাই বলুক, সে আত্মতৃপ্তির জন্য সংসার পদদলিত করিতে পরাঙ্মুখ হয় না।

অন্নদা বাবুর গৃহে ভিক্ষুকের অবারিত দ্বার। রমণী-মোহন, দ্বার অতিক্রম করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কেহ নিবারণ করিল না। জনৈক ভৃত্য বিনীত ভাবে জানাইল, ভিক্ষা আনিয়া দিতেছি। রমণীমোহন দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহসা তাঁহার দৃষ্টি দ্বিতলের এক গবাক্ষে পতিত

হইল। রমণীমোহন দেখিলেন, তথায় এক সুবর্ণালঙ্কার-ভূষিতা দেবী প্রতিমার ন্যায় ভুবনমোহিনী কিশোরী দণ্ডায়মানা। রমণীর সূক্ষ্ম বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অঙ্গজ্যোতি বিস্ফুরিত হইতেছে—আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশরাশি গণ্ড বক্ষ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেই চিত্রিত প্রতিমা-তুল্য মূর্ত্তিখানি দেখিয়া রমণীমোহন বিহ্বল হইলেন। স্থির নয়নে দেখিতে, দেখিতে বালিকাকে চিনিলেন। বালিকা —নীরদা। রমণীমোহন চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "নীরদা, নীরদা!"

নীরদা সে ডাক শুনিল। স্তব-তুষ্ট দেবতার স্নেহ সম্ভাষণের ন্যায় সেই উন্মত্ত চীৎকার নীরদার কাণে সুধা বর্ষণ করিল। যাহার ধ্যান করিতেছিল তাহাকেই সম্মুখে দেখিতে পাইল। সে আর দাড়াইতে পারিল না—কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—— ঃ*ঃ ——

উভয়ে আত্মহারা হইয়া উভয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

নীরদা দেখিল, রমণীমোহনের ভিক্ষুকের বেশ। যে বেশে নীরদা একদিন রমণীমোহনের গৃহে ভিক্ষা চাহিতে গিয়াছিল, আজ রমণীমোহনের সেই বেশ। কেশ রুক্ষ— অঙ্গ তৈলহীন—বস্ত্র শতছিন্ন। কিন্তু এ বেশ কেন? নীরদা ভাবিল, "আমারই জন্য কি?"

নীরদা এক মুষ্টি চাউল ভিক্ষা করিতে গিয়া অপরিসীম দয়া ও অযাচিত অনন্ত প্রণয় পাইয়াছিল; আজ নীরদা কি দিয়া অতিথি সৎকার করিবে? নীরদার কি আছে, সে কি দিবে? যাহা ছিল তাহা সে বহুদিন পূর্ব্বে দিয়াছে। নীরদা অশ্রুপ্লাবিত নয়নে রমণীমোহনের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "তোমাকে যে সকলই দিয়াছি, নাথ।"

রমণীমোহন ভাবিলেন, "নীরদার দুঃখ বিমোচন করিতে আসিয়া আজ আমি নীরদার দ্বারে ভিক্ষার্থী। কিন্তু নীরদা অট্টালিকায় কেন? কেহ কি দয়া পরবশ হইয়া অনাথা নীরদাকে স্থান দিয়াছেন? নীরদা এত

সুবর্ণালঙ্কার কোথায় পাইল? এমনটা দেখিব বলিয়া ত ভাবি নাই। কেন এমন দেখিলাম?"

এমন সময় গৃহস্বামী অন্নদা বাবু আসিয়া রমণী-মোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম রমণীমোহন, না?"

বিস্মিত হইয়া রমণীমোহন উত্তর করিলেন, "হাঁ।"

অন্ন। আমার সঙ্গে এস।

উভয়ে এক সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে আসিয়া বসিলেন। তথায় আর কেহ ছিল না। অন্নদা বাবু বলিলেন, "তোমাকে দেওঘরে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তখন তোমার নাম জানিতাম না। পরে নীরদার কাছে জানিয়াছি।"

রম। আপনি—আপনি কে?

অন্ন। তুমি আমাকে চেন না—তুমি তখন বালক ছিলে। কিন্তু তোমার পিতা আমাকে চিনিতেন। আমার নাম, অন্নদা প্রসাদ সিংহ।

রম। আপনার নাম মায়ের মুখে শুনিয়াছি। আপনি এক সময়ে আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন।

অন্ন। তাই বুঝি মাতা পুত্রে আমাকে বাসা হ'তে তাড়াইয়া ছিলে?

রম। আপনাকে তাড়াইয়া ছিলাম?

অন্ন। তাড়াইয়াছিলে বই কি। তা' তোমাদের অপরাধ নাই। তখন আমার মাথায় জটাজুট ছিল।

রম। আপনিই কি সেই—সেই সন্ন্যাসী?

অন্নদা বাবু মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। রমণীমোহন ভাবিয়া দেখিলেন, "এই অন্নদা বাবু সেই সন্ন্যাসীই বটে। সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ। কিন্তু অন্নদা বাবু গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন, কেন? আবার সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহী হইলেন কেন? সকলই কি নীরদার জন্য? যেখানে নীরদা তিনিও সেখানে। তাঁহাকে দেওঘরে নীরদার পাছু পাছু ছুটিতে দেখিলাম; আবার এখানে আসিয়া তাঁহার গৃহে নীরদাকে দেখিলাম। ইহার অর্থ কি? অন্নদা বাবুর উদ্দেশ্য কি?"

রমণীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদা এখানে কেন?"

অন্ন। আমি তাহাকে আনিয়াছি।

রম। বৈদ্যনাথ হইতে?

অন্ন। হাঁ।

রম। কেন আনিলেন?

অন্ন। নীরদা আমার কন্যা।

রমণীমোহন নির্ব্বাক, স্তম্ভিত। নীরদা এই ধনবান্

ভূস্বামীর কন্যা? মিথ্যা কথা। যদি সত্য হইত! সত্য হইলে কি সুখের হইত! ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রমণীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিপালিতা কন্যা বুঝি?"

অন্ন। না, আমার ঔরসজাতা।

রম। আপনার ঔরসজাতা কন্যাকে পথে দাঁড়াইতে হইয়াছিল?

অন্ন। সকলই ভাগ্য। স্ত্রী স্বর্গে গেল—আমি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলাম—কন্যা, ভিক্ষা সম্বল করিল।

রম। আমি ত এ সকল কথা কিছু শুনি নাই।

অন্ন। তবে শুন,—সংক্ষেপে বলিব। আট বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কুটুম্ব বাড়ী গিয়াছিলাম। সঙ্গে নীরদা ও তাহার মা ছিল। দামোদর বহিয়া নৌকারোহণে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিবার সময় নৌকা ডুবিয়া গেল। আমরা সকলে জলমগ্ন হইলাম। আমি রক্ষা পাইলাম; কিন্তু স্ত্রী কন্যার কোন সন্ধান পাইলাম না। কয়েক দিন পরে স্ত্রীর মৃতদেহ মিলিল; কিন্তু নীরদার কোন সন্ধান হইল না। তদবধি আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী।

অন্নদা বাবু বিমর্ষ বদনে মৌন হইলেন। ক্ষণকাল

পরে মাথা তুলিয়া আবার বলিলেন, "সাত আট বৎসর পূর্ব্বে তপোবন পাহাড়ে তোমার সঙ্গে নীরদাকে দেখিলাম। প্রথমে ঠিক চিনিতে পারি নাই—সন্দেহ হইয়াছিল মাত্র। তুমি সে সন্দেহ দূর করিবার সুযোগ আমাকে দাও নাই। নীরদার চোখের ভিতর দুইটা তিল ছিল। তেমন তিল সচরাচর দেখা যায় না। ভগবানের দয়ায় নীরদাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম। তাহার চোখের ভিতর সেই তিল দেখিলাম। নীরদাকে পাইয়া আমি আবার সংসারী হইয়াছি। কিন্তু কখন ভুলিব না যে, নীরদা তাহার জীবনের ছয় বৎসর অতি কষ্টে কাটাইয়াছে।"

রম। নীরদা এই ছয় বৎসর কোথায় ছিল?

অন্ন। এক বেশ্যালয়ে।

রম। আমিও সেই রকম কতকটা শুনেছি।

অন্ন। তোমাকে কে বলিল? নীরদা?

রম। হাঁ।

অন্ন। তবু তুমি নীরদাকে স্নেহ কর?—ঘৃণা কর না?

রম। নীরদাকে ঘৃণা করিব? যে দিন তা' পারিব সে দিন যেন মানুষ বলিয়া পরিচয় দিই না।

অন্নদা বাবুর দেহ কণ্টকিত হইল—চক্ষুকোণে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "যে আমার

নীরদাকে স্নেহ করে সে আমার বড় আপনার। তোমার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।”

রম। আমার বিবেচনায় আমরা উভয়েই ঋণী।

অন্ন। কা'র কাছে?

রম। যে নীরদার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।

অন্ন। বেশ্যা যমুনাই নীরদাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল। যমুনা ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা কন্যা। কুলত্যাগ কালে নীরদাকে দামোদর সৈকতে দেখিতে পাইয়াছিল। নিজে ধর্ম্মভ্রষ্টা হইলেও যমুনা, নীরদাকে ধর্ম্ম ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল। নীরদার বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে যখন তাহার জ্ঞান জন্মিল তখন সে বেশ্যার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইল—অসৎ সঙ্গ অপেক্ষা ভিক্ষা শ্রেয় জ্ঞান করিল। তার পর কি ঘটিয়াছিল তুমি ভাল জান।

রম। আমি জানি, কিন্তু আপনি জানেন না।

অন্ন। কোন্‌টা আমি জানি না, বল।

রম। আমাকে নির্লজ্জ হইয়া কথাটা বলিতে হইবে

অন্ন। নিঃসঙ্কোচে বল।

রম। নীরদাকে আমি মনে মনে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি; তাহাকে ভিন্ন আমি কাহাকেও বিবাহ করিব না।

অন্ন। আমিও বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু—

রম। কিন্তু কি?

অন্ন। কিন্তু আজ বিবাহ করিতে হইবে।

রম। আজ? কেন?

অন্ন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজ নীরদার বিবাহ দিব। তোমার সঙ্গে না হয় অন্য পাত্র আনিয়া দিব।

রম। তবে আমার ভাগ্যে নীরদা-লাভ ঘটিয়া উঠিল না।

অন্ন। কেন?

রম। মায়ের বিনানুমতিতে আমি বিবাহ করিতে পারি না। বিবাহ করা দূরে থাক, স্পর্শও করিতে পারিব না।

অন্ন। আমার কন্যা বিবাহ করিবে, তাহাও মায়ের অনুমতি সাপেক্ষ? তুমি কি আজও বালক আছ?

রম। যত দিন মা বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন আমি বালক; তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমি বিবাহ করিতে পারিব না।

অন্ন। তবে নীরদাকে অন্য পাত্রে অর্পণ করি?

রম। স্বচ্ছন্দে করুন। নীরদাকে না পাইলে আমার জীবন মরুভূমি তুল্য হইবে—সংসার ছাড়িয়া হয়ত

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া মায়ের মনে কষ্ট দিতে পারিব না। সহস্র রমণীমোহনের সুখ দুঃখ অপেক্ষা মায়ের চোখের জল বড়।

অন্নদা বাবু চমৎকৃত হইলেন। রমণীমোহনের হাত দুইটি ধরিয়া আবেগ ভরে বলিলেন, "বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবি হও। নীরদা তোমার—তুমি ভিন্ন আর কেহ নীরদাকে পাইবে না। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম। যে মাতৃদ্রোহী, সে মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত নর-পিশাচ। যে মাতৃভক্ত, ভাগ্য তাহার করায়ত্ত—ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন। যাও মাতৃবৎসল, মায়ের অনুমতি লইয়া এস।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তারপর তিন মাস অতীত হইয়াছে। আজ গোপাল-পুরে বড় ধূম। গ্রামের জমিদার রমণীমোহন বিবাহ করিয়া নববধূ গৃহে আনিতেছেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ ভাঙ্গিয়া বধূ দেখিতে লোক ছুটিল। বাড়ীতে লোক আর

ধরে না। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া গৃহিণী তখন বধূবরণ করিতেছিলেন। দুগ্ধালক্তকের উপর দুগ্ধালক্তকনিন্দী-বরণা বধূ দণ্ডায়মানা। বধূর সর্ব্বাঙ্গ হীরকখচিত স্নবর্ণা-লঙ্কারে মণ্ডিত। স্বর্ণখচিত মহামূল্য বস্ত্রে বধূর স্বর্ণজিনি তনু আবৃত।

সকলে বধূ দেখিতে চাহিল; গৃহিণী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বধূ দেখাইলেন। দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ হইল। এমন সৌন্দর্য্যময়া বধূ কেহ কখন দেখে নাই,—যেন একখানি সালঙ্কারা দেবী প্রতিমা। বধূর নয়নদ্বয় মুদিত, কিন্তু অধরে একটু হাসি। এটা গরবের হাসি নয়—আনন্দের হাসি। বধূ কিছুতেই সে হাসি দমন করিতে পারিতেছিল না।

কিন্তু গৃহিণীর অধরে গরবের হাসি। আনন্দ ও গর্ব্বে অধীর হইলে মানুষ যে হাসি হাসে, গৃহিণীর অধরে সেই হাসি। প্রতিমা-তুল্য বধূ ঘরে আনিয়া গৃহিণী ভাবিতে-ছিলেন, "এমন বউ কা'র ঘরে আছে? আমার মত সুখী কে?"

বামা দূরে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, "নীরদা এত সুন্দর তাহাত কখন ভাবি নাই। কোথায় ভিখারিণী, আর কোথায় দেবী-প্রতিমা! বউ কি সত্যই নীরদা?"

বধূর বয়স বেশী লইয়া মেয়ে মহলে একটু আন্দোলন চলিয়াছিল; কিন্তু তাহার রূপ ও বহুমূল্য অলঙ্কার, সে কথাটা চাপা দিল। আমরা মানুষের হিংসা করি, কিন্তু দেবীর হিংসা করি না। সকলে বধূর সুখ্যাতি করিতে করিতে প্রীত মনে গৃহে ফিরিল।

ফুলশয্যা রাত্রিতে রমণীমোহন ঘরে আসিয়া দেখি- লেন, পুষ্পময়ী নীরদা পুষ্পালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া হর্ম্যতলে ধূলার উপর বসিয়া রহিয়াছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদা, মাটীতে ব'সে কেন?" নীরদা নিরুত্তর। অনেক পীড়াপীড়ির পর নীরদা বলিল, "আমি কেমন করিয়া এ শয্যায় বসিব? এ শয্যা যে আমার দেবালয়। মনে পড়ে কি বহুদিন—বহুদিন আগে এক দিন আমি শয্যা-রচনা করিতেছিলাম—"

রম। এমন সময় আমি ঘরে আসিয়া পড়ি। সে দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সেই দিন বুঝিলাম, আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি।

নীরদা। শয্যাকে দেব-মন্দির কল্পনা করিয়া আমি প্রতিদিন শয্যা-রচনা করিতাম। এত সুখ, এত তৃপ্তি আমি আর কিছুতেই পাইতাম না। শয্যা রচনা ছাড়া অন্য কোন সাধ, অন্য কোন বাসনা ছিল না। এই ব্রত

লইয়া আজীবন আমি সুখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম; কিন্তু—

রম। কিন্তু কি?

নীর। কিন্তু হৃদয়ে নূতন আশা জাগিল। যে দিন দেবতার কণ্ঠে দৈববাণীবৎ শুনিলাম,—"নীরদা আমার সহধর্ম্মিণী, নীরদা আমার সুখদুঃখভাগিনী" সেই দিন—সেই দিন হইতে—

রম। থামিও না নীরদা, বলিয়া যাও—এ বীণার ঝঙ্কার আমাকে শুনিতে দাও।

নীর। আর কি বলিব? আমার দেবতা আমাকে ভালবাসেন—মা আমাকে স্নেহ করেন। আমার মত সুখী কে?

রম। তোমার চেয়ে বুঝি আমি সুখী। এক দিন সন্দেহ করিয়াছিলাম—তুমি বড়, না মা বড়। এত দিনে স্থির বুঝিয়াছি, তোমার চেয়ে মা অনেক বড়। এই বিশ্বাসই আমার সুখ। তাই বলিতেছিলাম, আমার মত সুখী কে?

সমাপ্ত।